Skill Enhancement Course (SEC)

Tourism and Entrepreneurship

This Study Material is prepared by;

Department of Geography, University B.T. and Evening College,

Cooch Behar

Course Syllabus Overview (SEC)

Tourism and Entrepreneurship

Module 1: Introduction to Tourism [10 hrs.]

Concepts of tourism, tourist, Forms of tourism – domestic tourism, outbound tourism and inbound tourism; Types of tourism: Eco-tourism, Village Tourism, Sustainable Tourism, Medical Tourism, Cultural Tourism, Adventure Tourism, Religious/Pilgrimage Tourism, Cultural/Heritage Tourism, Culinary Tourism, Sports Tourism, Mountain Tourism, Dessert Tourism, and Beach Tourism. Tourism's positive and negative impact: Socio-cultural, economic, and environmental impact.

Module 2: Tourism Organisations [10 hrs.]

Tourist Organisations: National Tourist Organisation (NTO), functions of NTO, Indian Association of Tour Operators (IATO), Travel Agents Association of India (TAAI); State Tourism Organisations (STO): Role of STO in promoting tourism in the States of India, International Tourism Organisations: International Union of Official Travel Organisation (IUOTO), United Nations World Tourism Organisation (UNWTO); Role of Travel Agencies in Tourism, Functions of a Travel Agency, Travel Organisations: Travel Agent Association of India (TAAI)

Module 3: Tourism Entrepreneurship [10 hrs.]

Importance of entrepreneurship in tourism, Factors influencing entrepreneurship, Characteristics of entrepreneurship; Contributions of entrepreneur in development; Entrepreneurship in Tourism and Hospitality Industry: Event Management - Scope of Event Management five Cs of events - Key steps to successful events - Emerging areas of entrepreneurship in the tourism sector; Finance and entrepreneurship: source of capital – commercial banks, financial corporations' other sources of financial assistance - District Industries Centre.

Module 4: Tourism Resources in West Bengal [15 hrs.]

Role of West Bengal Tourism Development Corporation (WBTDC) in developing tourism in West Bengal. Important tourism sites in West Bengal: Kolkata, Sunderban, Gangasagar, Digha, Mukutmanipur, Santiniketan, Mayapur, Bishnupur, Murshidabad, Malda, Hills of Darjeeling & Kalimpong, Dooars of Jalpaiguri & Alipurduar, and Cooch Behar.

Module 1: Introduction to Tourism

পর্যটনের সংজ্ঞা (Defination of Tourism): **পর্যটন** বলতে বোঝায়— মানুষের নিজস্ব বসবাসের স্থান থেকে **সাময়িক সময়ের জন্য** অন্য কোনো স্থানে ভ্রমণ করা, যেখানে মূল উদ্দেশ্য থাকে **বিনোদন, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মীয় কাজ, ব্যবসা বা সংস্কৃতি উপভোগ**, কিন্তু সেখানে **স্থায়ীভাবে বসবাস বা উপার্জন করা নয়**।

জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) অনুযায়ী— "***Tourism comprises the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes.***" অর্থাৎ, পর্যটন হলো এমন কার্যকলাপ যেখানে মানুষ এক বছরের কম সময়ের জন্য নিজের স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে ভ্রমণ করে। পর্যটন একটি **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম**, যা মানুষকে নতুন স্থান, মানুষ, সংস্কৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করে। এটি শুধুমাত্র ভ্রমণ নয়, বরং এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে— যাতায়াত ব্যবস্থা, আবাসন, খাদ্য ও পানীয়, বিনোদন ও পর্যটন পরিষেবা। পর্যটন শিল্প বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিল্প এবং এটি বহু মানুষের জীবিকার উৎস।

পর্যটনের প্রধান বৈশিষ্ট্য: পর্যটন একটি অস্থায়ী কার্যক্রম; পর্যটক স্থায়ীভাবে বসবাস করে না; পর্যটক উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত হয় না; পর্যটন স্বেচ্ছায় করা হয়; এটি বিনোদন ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক; পর্যটন একাধিক পরিষেবা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

পর্যটনের উপাদান: পর্যটনকে কার্যকর করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে— **পর্যটক (Tourist), পর্যটন আকর্ষণ (Attractions), পরিবহন ব্যবস্থা (Transport), আবাসন (Accommodation)** ও **পর্যটন পরিষেবা (Tourism Services)।** পর্যটন আধুনিক বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিক পরিকল্পনা ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটন একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে।

পর্যটকের সংজ্ঞা (Definition of Tourist): পর্যটক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজের স্বাভাবিক বসবাসের স্থান থেকে অন্য কোনো স্থানে সাময়িকভাবে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময়সীমা **২৪ ঘণ্টার বেশি কিন্তু এক বছরের কম** হয়। পর্যটকের ভ্রমণের উদ্দেশ্য হতে পারে বিনোদন, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মীয় কাজ বা ব্যবসা; তবে তিনি সেই স্থানে কোনো উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত থাকেন না। এটাই পর্যটক হওয়ার প্রধান শর্ত। জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) বলেছে যে, পর্যটক হলেন সেই দর্শনার্থী যিনি ভ্রমণস্থলে অন্তত **২৪ ঘণ্টা** অবস্থান করেন। অর্থাৎ, কেউ যদি কোনো স্থানে ঘুরে এসে **২৪ ঘণ্টা** না কাটান, তবে তাকে পর্যটক না বলে **দর্শনার্থী (Visitor)** বলা হয়। পর্যটক পর্যটন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। পর্যটকই পর্যটন শিল্পকে চালিত করে। একজন পর্যটক ভ্রমণের সময়—নতুন স্থান ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হন; স্থানীয় মানুষের জীবনধারা বোঝেন; হোটেল, পরিবহন, গাইড, খাবার ইত্যাদি পরিষেবা ব্যবহার করেন এর মাধ্যমে পর্যটক স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

পর্যটনের রূপ (Forms of Tourism)

পর্যটনের রূপ বলতে বোঝায়—পর্যটকের ভ্রমণের দিক, জাতীয় সীমানা ও অর্থনৈতিক প্রবাহের ভিত্তিতে পর্যটনকে যে ভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এই শ্রেণিবিভাগ একটি দেশের পর্যটন পরিকল্পনা, নীতি নির্ধারণ ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যটনের প্রধান তিনটি রূপ হলো—

1. **Domestic Tourism**
2. **Outbound Tourism**
3. **Inbound Tourism**

1. **অভ্যন্তরীণ পর্যটন (Domestic Tourism):** যখন কোনো দেশের নাগরিক নিজের দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করেন এবং সেখানে সাময়িক অবস্থান করেন, তখন তাকে অভ্যন্তরীণ পর্যটন বলা হয়। অভ্যন্তরীণ পর্যটন হলো একটি দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পর্যটন প্রবাহ। এখানে পর্যটক ও গন্তব্য—দু'টিই একই দেশের অন্তর্গত। এই পর্যটন দেশের সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধি করে এবং জনগণকে নিজের দেশের ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে পরিচিত করে।

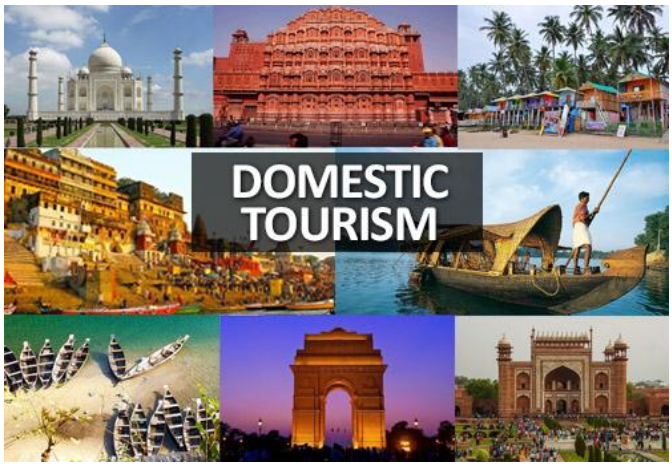

দেশীয় পর্যটনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করতে হয় না, পাসপোর্ট ও ভিসার প্রয়োজন নেই এবং ভ্রমণের খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়; পাশাপাশি পর্যটক দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও আইন সম্পর্কে আগে থেকেই পরিচিত থাকায় নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যঝুঁকিও কম থাকে। এই পর্যটনের উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে বিনোদন ও বিশ্রাম গ্রহণ; ধর্মীয় তীর্থ ভ্রমণ; শিক্ষা ও ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জন এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার জন্য ভ্রমণ। দেশীয় পর্যটন অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি স্থানীয় ব্যবসা ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন ঘটায়, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং জাতীয় সংহতি ও দেশপ্রেম বৃদ্ধি করে। উদাহরণ: একজন ভারতীয় যদি রাজস্থান ভ্রমণ করেন তাহলে এটি একটি অভ্যন্তরীণ পর্যটনের উদাহরণ।

2. **বহির্গামী পর্যটন (Outbound Tourism):** বহির্গামী পর্যটন (Outbound Tourism) হলো এমন এক ধরনের পর্যটন যেখানে কোনো দেশের নাগরিক নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে ভ্রমণ করেন। এ ক্ষেত্রে পর্যটককে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করতে হয় এবং **পাসপোর্ট, ভিসা ও কাস্টমসসহ** বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। ভ্রমণের সময় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার, ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও আইনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যয় বহন করতে হয়। বহির্গামী পর্যটনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক

ভ্রমণ ও বিনোদন, ব্যবসা ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ, উন্নত উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ, উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক ধর্মীয় তীর্থ ভ্রমণ।

এই পর্যটনের ইতিবাচক দিক হলো এটি মানুষের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করে এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও বিস্তৃত করে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কও জোরদার হয়। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে বহির্গামী পর্যটন কিছুটা সংবেদনশীল, কারণ এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়ে অন্য দেশে চলে যায়। এছাড়া এটি সমাজে ধনী-গরিব বৈষম্য প্রতিফলিত করতে পারে এবং অতিরিক্ত বহির্গামী ভ্রমণ দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটন খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

উদাহরণ: ভারতের কোনো নাগরিক যদি পর্যটনের উদ্দেশ্যে থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন, জার্মানির একজন নাগরিক যদি ব্যবসায়িক কাজে যুক্তরাষ্ট্রে যান, জাপানের একজন শিক্ষার্থী যদি উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডায় পড়তে যান অথবা ইতালির কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যদি ভ্যাটিকান সিটি বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে তীর্থ ভ্রমণে যান—এসব ক্ষেত্রেই তা বহির্গামী পর্যটনের (Outbound Tourism) উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

3. **আগমন পর্যটন (Inbound Tourism): আগমন পর্যটন** বলতে বোঝায় যখন কোনো বিদেশি নাগরিক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশে প্রবেশ করেন। এটি একটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ব্যবস্থা, কারণ এতে বিদেশি পর্যটক এসে দেশে অর্থ ব্যয় করেন, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় এবং জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। আগমন পর্যটনের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি হোটেল, পরিবহন, হস্তশিল্প ও অন্যান্য সহায়ক খাতেরও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে।

এই ধরনের পর্যটনে বিদেশি পর্যটকের আগমন ঘটে এবং আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবা প্রদান করা জরুরি হয়, যা দেশের সার্বিক সেবামানের উন্নয়নে সহায়ক। আগমন পর্যটনের উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থান পরিদর্শন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ, চিকিৎসা ও ওয়েলনেস সেবা গ্রহণ এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভ্রমণ। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিদেশি পর্যটক যদি ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল বা শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করেন, তাহলে সেটি আগমন পর্যটনের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে আগমন পর্যটন বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্রের একজন পর্যটক যদি ভারতের তাজমহল দেখতে যান, জাপানের কোনো নাগরিক যদি নেপালের মাউন্ট এভারেস্ট এলাকা ভ্রমণ করেন, জার্মানির একজন পর্যটক যদি শ্রীলঙ্কার সমুদ্রসৈকত ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন অথবা ফ্রান্সের কোনো ব্যক্তি যদি থাইল্যান্ডে চিকিৎসা ও ওয়েলনেস সেবা নিতে যান—এই সব ক্ষেত্রই আগমন পর্যটন (Inbound Tourism)-এর উদাহরণ।

দেশীয় পর্যটন (Domestic Tourism), বহির্গামী পর্যটন (Outbound Tourism) এবং আগমন পর্যটনের (Inbound Tourism) তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয়	দেশীয় পর্যটন (Domestic)	বহির্গামী পর্যটন (Outbound)	আগমন পর্যটন (Inbound)
পর্যটকের জাতীয়তা	দেশের নিজস্ব নাগরিক	দেশের নিজস্ব নাগরিক	বিদেশি নাগরিক
ভ্রমণের দিক	দেশের অভ্যন্তরে	দেশের বাইরে	বিদেশ থেকে দেশে
সীমান্ত অতিক্রম	প্রয়োজন নেই	প্রয়োজন	প্রয়োজন
পাসপোর্ট ও ভিসা	প্রয়োজন নেই	আবশ্যক	আবশ্যক
ভ্রমণ ব্যয়	তুলনামূলকভাবে কম	তুলনামূলকভাবে বেশি	পর্যটকের জন্য বেশি
অর্থনৈতিক প্রভাব	দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে	দেশের অর্থ বিদেশে চলে যায় (বহিঃপ্রবাহ)	বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়
সামাজিক প্রভাব	জাতীয় ঐক্য ও সাংস্কৃতিক সংহতি বৃদ্ধি	আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বদৃষ্টি প্রসার	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি
দেশের গুরুত্ব	স্থানীয় ব্যবসা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি	বৈশ্বিক সংযোগ তৈরি	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন
উদাহরণ	দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ	নিজ দেশ ছেড়ে বিদেশ ভ্রমণ	বিদেশি পর্যটকের দেশে আগমন

Types of Tourism

1. Eco-Tourism (ইকো-ট্যুরিজম)

ইকো-ট্যুরিজম হলো পরিবেশবান্ধব পর্যটনের একটি বিশেষ রূপ যেখানে পর্যটকরা প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ করেন কিন্তু সেই পরিবেশের কোনো ক্ষতি করেন না। এই পর্যটনের মূল উদ্দেশ্য শুধু বিনোদন নয়, বরং প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সংরক্ষণ করা। ইকো-ট্যুরিজমে ভ্রমণের সময় প্রাকৃতিক সম্পদকে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও একই সম্পদ উপভোগ করতে পারে। এটি সাধারণ পর্যটনের মতো ভোগবাদী নয়; বরং সংরক্ষণ ও সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি টেকসই পর্যটন ব্যবস্থা।

ইকো-ট্যুরিজমের উৎপত্তি ও পটভূমি: বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন ও অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের ফলে পরিবেশ দূষণ, বন উজাড় এবং বন্যপ্রাণীর ক্ষতি বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ১৯৮০-এর দশকে ইকো-ট্যুরিজমের ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তখন পরিবেশবিদ ও পর্যটন বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন যে পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি

সংরক্ষণ করা জরুরি। তাই ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে এমন একটি পর্যটন পদ্ধতি চালু করা হয়, যেখানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ একসঙ্গে চলতে পারে।

ইকো-ট্যুরিজমের মূল উদ্দেশ্য: ইকো-ট্যুরিজমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা। এর পাশাপাশি এটি স্থানীয় মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে। ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ বিকল্প আয়ের সুযোগ পায়, ফলে তারা বন বা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমায়। একই সঙ্গে পর্যটকদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে প্রকৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইকো-ট্যুরিজমের বৈশিষ্ট্য: ইকো-ট্যুরিজমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পরিবেশের ওপর কম প্রভাব ফেলা। এই পর্যটনে সীমিত সংখ্যক পর্যটককে অনুমতি দেওয়া হয়, যাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট না হয়। এখানে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে এবং তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান করা হয়। ইকো-ট্যুরিজমে ব্যবহৃত অবকাঠামোও পরিবেশবান্ধব হয়, যেমন—বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরি কটেজ, সৌরশক্তির ব্যবহার ইত্যাদি। ইকো-ট্যুরিজম সাধারণত সেই সব এলাকায় গড়ে ওঠে, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য বেশি। যেমন—জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, বনাঞ্চল, পাহাড়ি এলাকা, নদী-নালা ও জলাভূমি। এসব এলাকায় ইকো-ট্যুরিজম গড়ে ওঠার ফলে পর্যটনের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমও জোরদার হয়।

ইকো-ট্যুরিজমের পরিবেশগত প্রভাব: ইকো-ট্যুরিজম পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর মাধ্যমে বন সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী রক্ষা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। তবে সঠিক পরিকল্পনা না থাকলে ইকো-ট্যুরিজমও পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে। তাই পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি।

অর্থনৈতিক প্রভাব: ইকো-ট্যুরিজম স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। এতে স্থানীয় মানুষ গাইড, হোমস্টে, হস্তশিল্প বিক্রি ইত্যাদির মাধ্যমে আয় করতে পারে। ফলে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নত হয়। এই পর্যটন পদ্ধতি দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে টেকসই করে তোলে। **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব:** ইকো-ট্যুরিজম স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যটকরা স্থানীয় মানুষের জীবনধারা, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। তবে অতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণ হলে সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটতে পারে। তাই ইকো-ট্যুরিজমে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

2. Village Tourism (গ্রামীণ পর্যটন)

গ্রামীণ পর্যটন (Village Tourism) হলো এমন একটি পর্যটন ব্যবস্থা যেখানে পর্যটকরা গ্রামীণ এলাকায় ভ্রমণ করে গ্রামের **প্রাকৃতিক পরিবেশ, কৃষিজীবন, লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সাধারণ জীবনধারা** প্রত্যক্ষ করেন। এই পর্যটনের মূল উদ্দেশ্য কেবল বিনোদন নয়; বরং গ্রামবাংলার সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। গ্রামীণ পর্যটনে পর্যটকরা শহরের কোলাহল থেকে দূরে থেকে সহজ-সরল জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

গ্রামীণ পর্যটনের বৈশিষ্ট্য: গ্রামীণ পর্যটনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রকৃতি ও সংস্কৃতিনির্ভর। এখানে আধুনিক বিলাসবহুল হোটেলের পরিবর্তে হোমস্টে বা গ্রামীণ কটেজ ব্যবহৃত হয়। পর্যটকরা স্থানীয় খাবার গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় উৎসব, নৃত্য, গান ও হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। এই পর্যটনে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য, যা এটিকে টেকসই পর্যটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপে পরিণত করে। গ্রামীণ পর্যটন সাধারণত কৃষিনির্ভর গ্রাম, পাহাড়ি গ্রাম, নদীতীরবর্তী গ্রাম বা ঐতিহ্যবাহী গ্রামাঞ্চলে গড়ে ওঠে। এসব এলাকায় পর্যটকরা কৃষিকাজে অংশগ্রহণ, গবাদিপশু পালন দেখা, গ্রামীণ হাট-বাজার ঘুরে দেখা এবং লোকজ সংস্কৃতি উপভোগের সুযোগ পান। এই অভিজ্ঞতাগুলো পর্যটকদের কাছে ভিন্নমাত্রার আনন্দ নিয়ে আসে।গ্রামীণ পর্যটনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটে। এটি স্থানীয় মানুষের জীবনমান উন্নত করে, সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং পর্যটকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতার সুযোগ সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে এটি টেকসই পর্যটনের একটি কার্যকর মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ্রামীণ পর্যটনের অর্থনৈতিক প্রভাব: গ্রামীণ পর্যটন গ্রামীণ অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। পর্যটনের ফলে হোমস্টে, স্থানীয় গাইড, পরিবহন, খাদ্য সরবরাহ ও হস্তশিল্প বিক্রির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এর ফলে গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করে। এছাড়া শহরমুখী অভিবাসন কমাতেও এটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব: গ্রামীণ পর্যটনের মাধ্যমে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়। পর্যটকদের আগমনে স্থানীয় মানুষ তাদের লোকজ শিল্প, নৃত্য, সংগীত ও উৎসব নতুনভাবে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। তবে অতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণ হলে সংস্কৃতির স্বকীয়তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশগত প্রভাব: গ্রামীণ পর্যটন সাধারণত পরিবেশবান্ধব হলেও সঠিক পরিকল্পনা না থাকলে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অতিরিক্ত পর্যটকের কারণে বর্জ্য সমস্যা, জলদূষণ বা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে। তাই গ্রামীণ পর্যটনে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

3. Sustainable Tourism (স্থিতিশীল/টেকসই পর্যটন)

স্থিতিশীল পর্যটন (Sustainable Tourism) হলো এমন এক ধরনের পর্যটন ব্যবস্থা যা বর্তমান পর্যটকদের চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি **ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন ও সুযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে** পরিচালিত হয়। এই পর্যটনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় এবং পরিবেশ সংরক্ষণ—এই তিনটি দিককে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

স্থিতিশীল পর্যটনের উৎপত্তি ও পটভূমি: অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের ফলে অনেক পর্যটনস্থলে পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়, স্থানীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় এবং সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত **Brundtland Report**-এ টেকসই উন্নয়নের ধারণা তুলে ধরা হয়, যা পরবর্তীতে পর্যটন ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে স্থিতিশীল পর্যটনের ধারণা বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব লাভ করে।

স্থিতিশীল পর্যটনের প্রধান স্তম্ভ: স্থিতিশীল পর্যটন তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রথমত, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, যেখানে পর্যটনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি আয় ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়। তৃতীয়ত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্থায়িত্ব, যেখানে স্থানীয় মানুষের অধিকার, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান করা হয়।স্থিতিশীল পর্যটনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পর্যটনের ইতিবাচক প্রভাব বাড়ানো এবং নেতিবাচক প্রভাব কমানো। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়, স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষা করা হয়। একই সঙ্গে পর্যটকদের দায়িত্বশীল আচরণে উৎসাহিত করা হয়।

স্থিতিশীল পর্যটনের বৈশিষ্ট্য: স্থিতিশীল পর্যটনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি পরিবেশের ওপর কম চাপ সৃষ্টি করে। এখানে পর্যটক সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো ব্যবহার করা হয় এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা হয়। স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তর্ভুক্ত করা টেকসই পর্যটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্থিতিশীল পর্যটন প্রাকৃতিক এলাকা, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থান, গ্রামীণ অঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকায় কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়। এই সব এলাকায় পর্যটন উন্নয়নের সময় পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) করা হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

স্থিতিশীলপর্যটনের অর্থনৈতিক প্রভাব: স্থিতিশীল পর্যটন স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। এটি স্থানীয় মানুষকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয় এবং পর্যটন আয়ের একটি বড় অংশ স্থানীয় এলাকায় থেকে যায়। এর ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব: স্থিতিশীল পর্যটন স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়তা করে। পর্যটকদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। তবে এই পর্যটনে সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ এড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পরিবেশগত প্রভাব: স্থিতিশীল পর্যটনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা হয়। এতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়, জল ও শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।

4. Medical Tourism (চিকিৎসা পর্যটন)

যখন মানুষ দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে চিকিৎসার জন্য পর্যটন করেন, তখন তা মেডিক্যাল ট্যুরিজম বা চিকিৎসা পর্যটন নামে পরিচিত। সম্প্রতিকালে এই চিকিৎসা পর্যটন বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কয়েক দশক আগে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে বহু মানুষ উন্নত দেশগুলির প্রধান চিকিৎসা কেন্দ্র গুলিতে পর্যটন করতেন চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সম্প্রতিকালে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কম খরচে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য এই ধরনের পর্যটনে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে চিকিৎসা পর্যটনে ভারত একটি অন্যতম গন্তব্য কারণ এখানে সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত নানান পরিষেবা প্রদান করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময়, এবং অস্ত্রোপচারের জন্য এই দেশে আসেন। এই প্রসঙ্গে **চেন্নাই** শহরকে **'ভারতের স্বাস্থ্যের রাজধানী'** হিসাবে অভিহিত করা হয় কারণ এই শহরটি দেশে আগত বিদেশী স্বাস্থ্য পর্যটকদের প্রায় 45 শতাংশ এবং দেশের প্রায় 30 থেকে 40 শতাংশ স্বাস্থ্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। চেন্নাই শহরের পাশাপাশি ব্যাঙ্গালোর, চন্ডিগড়, দিল্লি, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, জয়পুর, কেরালা, কলকাতা, এবং মুম্বাই ভারতের অন্যান্য জনপ্রিয় চিকিৎসা পর্যটন কেন্দ্র। নিম্নলিখিত কারণ গুলির জন্য ভারতের চিকিৎসা পর্যটন বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে;

- **প্রথমত,** ভারতের এই সমস্থ চিকিৎসা কেন্দ্র গুলিতে কর্মরত বেশিরভাগ ডাক্তার এবং সার্জেনরা সুপ্রশিক্ষিত এবং এদের মধ্যে বেশিরভাগই বিশ্বের উন্নত দেশগুলির (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ) চিকিৎসা কেন্দ্রে কাজ করেছেন অথবা প্রশিক্ষণ অর্জন করেছেন।

- **দ্বিতীয়ত**, এখানকার বেশিরভাগ ডাক্তাররা এবং নার্সরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে সাবলীল তাই বিদেশ থেকে যখন কোন পর্যটক চিকিৎসার জন্য আসেন, তাদের ভাষা সংক্রান্ত কোন জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মানুষদের জন্য পরিচিত ভাষায় চিকিৎসা সংক্রান্ত নানান পরিষেবা প্রদান করা হয়।

- **তৃতীয়ত,** চিকিৎসা সংক্রান্ত নানান খরচা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে রেখে উন্নত মানের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়।

5. Cultural Tourism (সংস্কৃতি ভিত্তিক পর্যটন)

যখন পর্যটকেরা সাংস্কৃতিক আগ্রহের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পর্যটন করেন তখন তা সাংস্কৃতিক পর্যটন নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে পর্যটকেরা নতুন স্থানের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন ঐতিহ্যময় ঐতিহাসিক সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যভাস, সঙ্গীত, ও নৃত্যকলা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করার ইচ্ছায় পর্যটন করেন। এই সাংস্কৃতিক পর্যটন নিম্নরূপ বিষয়গুলিকে ঘিরে হতে পারে;

- ঐতিহ্যবাহী স্থান, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, স্মৃতিস্তম্ভ, এবং জাদুঘর;
- স্থাপত্য (ধ্বংসাবশেষ, বিখ্যাত ভবন);
- শিল্প, ভাস্কর্য, কারুশিল্প, গ্যালারী, উৎসব, অনুষ্ঠান;
- সঙ্গীত এবং নৃত্য (শাস্ত্রীয়, লোকজ, সমসাময়িক);
- নাটক (থিয়েটার, চলচ্চিত্র, নাট্যকার);
- ভাষা এবং সাহিত্য অধ্যয়ন, সফর, ঘটনা;
- সাংস্কৃতিক কার্যক্রম (উৎসব, অনুষ্ঠান উদযাপন, আচার অনুষ্ঠান,); এবং
- ধর্মীয় উৎসব, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পর্যটনঃ

ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম সাংস্কৃতিক পীঠস্থান যেখানে যুগ যুগ ধরে বহু বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। এই দেশে বিশ্বের অনেক ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক স্মৃতি সুস্ত রয়েছে যেগুলি দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটকদের আকর্ষণ করে। ভারতে এরকম কয়েকটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক পর্যটন গন্তব্যগুলি নিম্নরূপ;

- পুষ্কর মেলা (রাজস্থান);
- তাজ মহোৎসব (উত্তরপ্রদেশ);
- সুরজ কুন্ড মেলা (হরিয়ানা);
- তাজমহল (উত্তরপ্রদেশ);
- হাওয়া মহল (উত্তরপ্রদেশ);
- হাম্পি মন্দির (কর্নাটক);
- অজন্তা ও ইলোরার গুহা (মহারাষ্ট্র), এবং
- মহাবালিপুরম মন্দির (তামিলনাড়ু) ইত্যাদি।

6. Adventure Tourism (দুঃসাহসিক পর্যটন)

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বা **দুঃসাহসিক পর্যটন** হল পর্যটন শিল্পের নতুন একটি ধারণা যেখানে পর্যটকেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিভিন্ন দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের জন্য পর্যটন করেন। ভারতবর্ষে দুঃসাহসিক পর্যটনের বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা যায় যেমন জম্মু কাশ্মীরের *Heli-Skiing*, লাদাখের *Paragliding*, ঋষিকেশের *White Water Rafting*, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের *Scuba Diving*, সিকিমের *Mountain Biking*, এবং কেরালার *Windsurfing* ইত্যাদি। এই **দুঃসাহসিক পর্যটনকে** বিপদসীমার ঝুঁকি অনুযায়ী দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথাঃ কঠিন দুঃসাহসিক পর্যটন **(Hard Adventure Tourism)** এবং নমনীয় দুঃসাহসিক পর্যটন **(Soft Adventure Tourism)**। নিচে এই দুই ধরনের দুঃসাহসিক পর্যটন সম্পর্কে আলোচনা করা হল;

কঠিন দুঃসাহসিক পর্যটন (Hard Adventure Tourism)

কঠিন দুঃসাহসিক পর্যটনে ঝুঁকির মাত্রা অত্যন্ত বেশি এবং এটি খুবই বিপজ্জনক। এই ধরনের পর্যটনে সঠিক দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এই ধরনের পর্যটনে পর্যটকেরা প্রায়শই গুরুতর আঘাত এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুরও সম্মুখীন হন। এই ধরনের দুঃসাহসিক পর্যটন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গুহা ও পর্বত আরোহণ, রক ক্লাইম্বিং, আইস ক্লাইম্বিং, ট্রেকিং, এবং স্কাই ডাইভিং ইত্যাদি।

নমনীয় দুঃসাহসিক পর্যটন (Soft Adventure Tourism)

নমনীয় দুঃসাহসী পর্যটনের ঝুঁকির মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম এবং এটি কম বিপজ্জনক। এই কার্যক্রমগুলি বেশিরভাগই পেশাদার গাইড দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ধরনের পর্যটনের ন্যূনতম দক্ষতার প্রয়োজন হয়। কঠিন দুঃসাহসিক পর্যটনের তুলনায় এই পর্যটন কম বিপজ্জনক এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ, তাই এটি অনেক জনপ্রিয় এবং বহু সংখ্যক মানুষ এই ধরনের পর্যটনে অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাকপ্যাকিং, ক্যাম্পিং, ইকো-ট্যুরিজম, ফিশিং, হাইকিং, ঘোড়ায় চড়া, শিকার, সাফারি, স্কুবা ডাইভিং, স্কিইং, স্নোবোর্ডিং, এবং সার্ফিং ইত্যাদি নানান ক্রিয়া-কলাপ এই ধরনের পর্যটনের অন্তর্গত।

7. Religious/Pilgrimage Tourism (ধর্মীয়/তীর্থস্থান কেন্দ্রিক পর্যটন)

তীর্থস্থান পর্যটন মূলত তীর্থস্থান পরিদর্শনের প্রক্রিয়া যা সম্পূর্ণ বা শক্তিশালীভাবে পর্যটকদের ধর্মীয় মনোভাব এবং প্রশান্তি অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করে। ভারতে চার ধাম (অর্থাৎ চারটি আবাস) হল অন্যতম চারটি ধর্মীয় পর্যটন স্থান যেখানে প্রত্যেক হিন্দু ধর্ম অবলম্বনকারী মানুষেরা তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার হলেও যাত্রা করার চেষ্টা করেন। এই চার ধামগুলি হল বদ্রীনাথ,

দ্বারকা, পুরী, এবং রামেশ্বরম এবং এগুলি ভারতে সবচেয়ে বেশি পরিদর্শন করা তীর্থস্থান। এই চার ধাম ছাড়াও উত্তরাখণ্ড রাজ্য তীর্থযাত্রীদের কাছে খুব পবিত্র স্থান যেটি দেবভূমি নামে পরিচিত। এছাড়াও ভারতে বারাণসী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ মন্দির, বৈষ্ণোদেবী মন্দির এবং অমৃতসর হল শীর্ষ বিখ্যাত তীর্থস্থান। এই তীর্থস্থান পর্যটনের কিছু মৌলিক উদ্দেশ্য নীচে উল্লেখ করা হল;

- উপাসনা হিসাবে তীর্থযাত্রা করা;
- কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, পাপ স্বীকার করা, এবং ব্রত পালন করা;
- সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ অর্জন করা; এবং
- কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে স্মরণ করা এবং উদযাপন করা ইত্যাদি।

PRASHAD Scheme: পর্যটন মন্ত্রক 2014-15 সালে স্বীকৃত তীর্থস্থানগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিকাশের লক্ষ্যে "National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD)" চালু করেণ, যা **PRASAD Scheme** নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ২০১৭ সালে এই প্রোগ্রামটির নাম, যা পূর্বে PRASAD ছিল, তা পরিবর্তন করে "National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)" রাখা হয়। এই স্কিমটি ধর্মীয় পর্যটনের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সমগ্র ভারত জুড়ে তীর্থস্থানগুলির বিকাশ এবং শনাক্তকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

8. Heritage Tourism (ঐতিহ্যস্থান পর্যটন)

হেরিটেজ ট্যুরিজম বা ঐতিহ্যস্থান পর্যটনে অংশগ্রহণকারী পর্যটকেরা কোন ঐতিহ্যবাহী স্থান, শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য স্মারক, ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিস্তম্ভ, উদ্যান, এবং ইউনেস্কো ও বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সমিতি দ্বারা স্বীকৃত তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহ্যময় স্থানগুলি ভ্রমণ করেন। এই ধরনের পর্যটন কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক স্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। এই ধরনের পর্যটনে পর্যটকেরা সাধারণত দেশের অভ্যন্তরে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। দ্য ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: **UNESCO**) অনুসারে, ভারতে মোট 42টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে। এই স্থান গুলির মধ্যে 34টি সাংস্কৃতিক, সাতটি প্রাকৃতিক এবং একটি (কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান) মিশ্র প্রকৃতির।

UNESCO -দ্বারা স্বীকৃত ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি নিম্নরূপ:

- আগ্রা ফোর্ট, উত্তরপ্রদেশ
- অজন্তা গুহা, মহারাষ্ট্র
- ইলোরা গুহা, মহারাষ্ট্র
- তাজমহলো, উত্তরপ্রদেশ
- কোনার্ক সূর্য মন্দির, ওড়িশা
- ফতেপুর সিক্রি, উত্তরপ্রদেশ
- শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ
- কুতুব মিনার ও মনুমেন্টস, দিল্লি
- লাল কেল্লা কমপ্লেক্স, দিল্লি

UNESCO -দ্বারা স্বীকৃত ভারতের সাতটি প্রাকৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান গুলি নিম্নরূপ;

- সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান, পশ্চিমবঙ্গ
- পশ্চিমঘাট পর্বতমালা (কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গোয়া, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট)
- নন্দা দেবী এবং *Valley of Flowers National Parks*, উত্তরাখণ্ড
- মানস বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অভয়ারণ্য, আসাম
- গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক, হিমাচল প্রদেশ
- কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান, রাজস্থান
- কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান, আসাম

9. Culinary Tourism (রন্ধন ভিত্তিক পর্যটন)

'***Culinary Tourism'***- হলো এমন একটি পর্যটন ধরন যেখানে পর্যটকের প্রধান আকর্ষণ হয় স্থানীয় খাবার ও পানীয়, খাদ্যসংক্রান্ত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী রেস্তোরাঁ, বাজার ও খাদ্য উৎসব। এটি শুধুমাত্র ভোজন বা খাওয়ার জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং স্থানীয় খাদ্য প্রস্তুতি, রান্নার পদ্ধতি, উপকরণের উৎস এবং খাবারের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের ওপরও গুরুত্ব দেয়। রন্ধন পর্যটক স্থানীয় খাবারের স্বাদ গ্রহণের পাশাপাশি স্থানীয় কৃষি, মাছ ধরা, মশলা ও খাদ্যপ্রস্তুতিতে ব্যবহৃত কৌশল এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারের ইতিহাস ও গল্প সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। এটি দেশের পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, কারণ স্থানীয় রেস্তোরাঁ, হোটেল, কুকিং ক্লাস, খাদ্য উৎসব ও ফার্ম ভিজিটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধা তৈরি হয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের উৎপাদন ও সৃজনশীলতা প্রসারিত হয়। রন্ধন পর্যটন আন্তর্জাতিক পর্যায়েও জনপ্রিয়, যেমন ফরাসি প্যাস্ট্রি, জাপানি সুশি, ইটালিয়ান পাস্তাসহ বিভিন্ন দেশের খাবারের জন্য পর্যটকরা বিশেষভাবে ভ্রমণ করেন। এটি শুধুমাত্র স্বাদ বা বিনোদনের জন্য নয়, বরং মানুষের সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

10. Sports Tourism (ক্রীড়া পর্যটন)

ক্রীড়া পর্যটন হল এক ধরনের বিশেষ পর্যটন ক্রিয়াকলাপ যেখানে পর্যটকেরা একস্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করেন সাধারণত কোন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য অথবা ক্রীড়া পর্যবেক্ষণের দ্বারা ভ্রমণ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। এই ধরনের পর্যটন বিভিন্ন সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা অর্জন এবং স্মরণীয় স্মৃতি তৈরি করার সাথে সাথে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখার একটি অনন্য উপায় সরবরাহ করে। ক্রীড়া পর্যটন একটি দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প যা ভ্রমণকারী এবং গন্তব্য স্থান উভয়ের জন্য বিস্তৃত সুবিধা প্রদান করে। এই ক্রীড়া পর্যটনের শীর্ষস্থানীয় গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি হল স্পেনের বার্সেলোনা শহর যেটি ফুটবল খেলার জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। ফুটবল প্রেমীদের কাছে এই পর্যটন গন্তব্য একটি স্বপ্নের শহর যেখানে তারা প্রায়শই ভ্রমণ করতে চান। এছাড়াও ক্রীড়া পর্যটনের অন্যান্য জনপ্রিয় উদাহরণগুলি হল অলিম্পিক গেমস, ফিফা বিশ্বকাপ, এবং ক্রিকেট বিশ্বকাপ ইত্যাদি।

ক্রীড়া পর্যটনের গুরুত্বঃ

ক্রীড়া পর্যটন ভ্রমণকারী এবং গন্তব্য স্থান উভয়ের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে ক্রীড়া পর্যটনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আলোচনা করা হল;

- **অর্থনৈতিক প্রভাব:** ক্রীড়া পর্যটন গন্তব্য স্থানের উপর একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলে। এই পর্যটনে ক্রীড়া ক্ষেত্র ছাড়াও পর্যটন-সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ যেমন আবাসন ব্যবস্থাপনা, খাবার সরবরাহ, পরিবহন পরিষেবা, এবং বিনোদন ব্যবস্থা ইত্যাদি নানান ক্ষেত্র থেকে আর্থিক উপার্জনের পরিকাঠামো তৈরি হয় যা পর্যটন গন্তব্যগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

- **সাংস্কৃতিক বিনিময়:** ক্রীড়া পর্যটন ভ্রমণকারীদের নতুন সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা অর্জনে এবং পর্যটন গন্তব্যের স্থানীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে। এটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং উপলব্ধি গঠনে সহায়তা করে।
- **কমিউনিটি বিল্ডিং:** এই পর্যটনে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ক্রীড়া ইভেন্টকে সমর্থন করেন যা তাদের মধ্যে গর্বের অনুভূতি তৈরি করে ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপনে সাহায্য করে।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ:** অনেক ক্রীড়া পর্যটনে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণমূলক বহু কার্যক্রমের প্রচার ও পরিকল্পনা সংগৃহীত হয় যা পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, ও স্থিতিশীল উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

11. Mountain Tourism (পর্বত পর্যটন)

পর্বত পর্যটন হলো এমন একটি পর্যটন ব্যবস্থা যেখানে পর্যটকরা পর্বত, পাহাড়ি এলাকা ও উচ্চভূমি অঞ্চলে ভ্রমণ **করেন এবং সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, হিমবাহ, নদী, জলপ্রপাত এবং পাহাড়ি সংস্কৃতি উপভোগ করেন। এটি সাধারণ পর্যটনের চেয়ে একটু চ্যালেঞ্জিং হলেও অভিজ্ঞ পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয়। পর্বত পর্যটন পর্যটকদের** প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন**,** শারীরিক প্রশিক্ষণ ও বিনোদন **এবং** পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন **নিশ্চিত করে।**

উদাহরণ

- হিমালয় পর্বতমালা (ভারত, নেপাল, ভুটান)
- আল্পস পর্বতমালা (ইউরোপ)
- রকি–আন্দিজ পর্বতমালা (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

বৈশিষ্ট্য

- প্রধান আকর্ষণ: পাহাড়, পর্বত, হিমবাহ, নদী, জলপ্রপাত
- কার্যক্রম: হাইকিং, বাইকিং, ট্রেকিং, রক ক্লাইম্বিং, স্কিইং, প্যারাগ্লাইডিং
- জলবায়ু: শীতল ও পরিষ্কার বাতাস, কখনো বরফাচ্ছন্ন অঞ্চল

12. Desert Tourism (মরুভূমি পর্যটন)

মরুভূমি পর্যটন হলো এমন এক ধরনের পর্যটন যেখানে পর্যটকরা **শুষ্ক, বালি ও ধূসর মরুভূমি অঞ্চলে ভ্রমণ** করেন এবং সেখানে মরুপ্রকৃতি, বালির টিলা, ক্যাম্পিং ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। মরুভূমি পর্যটন পর্যটকদের **বিরল ও ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে অভিজ্ঞতা** দেয় এবং **স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন** নিশ্চিত করে।

উদাহরণ

- থর মরুভূমি (ভারত)
- সাহারা মরুভূমি (আফ্রিকা)
- লিবিয়ার মরুভূমি(আফ্রিকা)

বৈশিষ্ট্য

- প্রধান আকর্ষণ: বালির টিলা, মরুভূমির ক্যাকটাস জাতীয় বনাঞ্চল, মরুভূমি গোষ্ঠীর জীবনধারা
- কার্যক্রম: স্যান্ড সার্ফিং, ক্যাম্পিং, উট বা মদ্বানভ্রমণ, মরুভূমি ফটোগ্রাফি
- জলবায়ু: শুষ্ক, উষ্ণ তাপমাত্রা, দিনের তুলনায় রাত্রে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে

13. Beach Tourism (সৈকত পর্যটন)

সৈকত পর্যটন হলো এমন পর্যটন যেখানে পর্যটকরা সামুদ্রিক বা নদী তীরবর্তী সৈকত, উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপ পরিদর্শন করেন। এখানে তারা সৈকত জীবন, জলক্রীড়া, সানবাথ এবং সামুদ্রিক প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করেন। সৈকত পর্যটন পর্যটকদের বিনোদন, স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রাম **এবং** উপকূলীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

উদাহরণ: গোয়া, কেরালা, আন্দামান (ভারত); মায়ামি বিচ (যুক্তরাষ্ট্র); কোকো দ্বীপপুঞ্জ (প্যাসিফিক)

বৈশিষ্ট্য: প্রধান আকর্ষণ: বালি, সমুদ্র, ঝর্ণা, সৈকত তীরবর্তী সৌন্দর্য; কার্যক্রম: সাঁতার, জেট স্কি, স্নরকেলিং, বোট রাইড, সানবাথ; জলবায়ু: তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত, সমুদ্রের কাছে আর্দ্রতা বেশি

Tourism's Positive and Negative Impact

Economic Impacts of Tourism

Positive Impacts:

i. **Generating Income and Employment:** ভারতে পর্যটন শিল্প আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, এবং স্থিতিশীল মানব উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি জাতীয় জিডিপিতে 6.77% এবং ভারতে মোট কর্মসংস্থানের 8.78% অবদান রাখে। বর্তমানে ভারতের প্রায় 20 মিলিয়ন মানুষ পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।

ii. **Source of Foreign Exchange Earnings:** পর্যটন শিল্প ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এটি দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের উপর অনুকূল প্রভাব ফেলে। আন্তর্জাতিক পর্যটন থেকে ভারতের আয় 2021 সালে 8.7 বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে 2022 সালে 16.92 বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

iii. **Preservation of National Heritage and Environment:** পর্যটন ব্যবস্থাপনা অনেক ঐতিহাসিক স্থানকে হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে এবং এই ঐতিহ্যময় স্থান গুলিকে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে।

iv. **Developing Infrastructure:** পর্যটন শিল্প প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সাহায্য করে যেমন পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নতুন সড়কপথ ও রেলপথ নির্মাণ, জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ক্রীড়াকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নানান উন্নয়নমূলক প্রয়াসের মাধ্যমে।

v. **Promoting Peace and Stability:** পর্যটন শিল্প ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে কর্মসংস্থান, আয় সৃষ্টি, এবং অর্থনীতির বৈচিত্র্যের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা উন্নীত করতে সাহায্য করে।

vi. **The Multiplier Effect:** পর্যটন ব্যয় দ্বারা উৎপন্ন অর্থের প্রবাহ অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বহুগুণ বেড়ে যায়।

vii. **Regional Development:** দেশের পিছিয়ে পড়া অনুন্নত অঞ্চল গুলি পর্যটন শিল্পের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এক্ষেত্রে এই অঞ্চলগুলির উচ্চ নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক আকর্ষণ গুলিকে পর্যটন শিল্পে ব্যবহার করে সেই অঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ইত্যাদি নানান উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার পর্যটন শিল্প বহু আদিবাসী মানুষের জীবিকা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

viii. **Economic Value of Cultural Resources:** পর্যটন গন্তব্য অঞ্চলে স্থানীয় কারুশিল্প এবং সংস্কৃতির বিকাশের উদ্দেশ্যে অনেক সময় আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয় যা স্থানীয় কারিগর এবং শিল্পীদের আয়ের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে, এবং তাদের ধারাবাহিক প্রতিভাকে উৎসাহিত করে।

Negative Impacts:

i. **Creating a Sense of Antipathy:** পর্যটন শিল্পে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আয়ের উৎস খুবই সামান্য কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পর্যটকদের মোট পর্যটন ব্যয়ের ৮০ শতাংশের বেশি অংশ এয়ারলাইন্স, হোটেল, ট্যুর অপারেটর, এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে যায়, যেখান থেকে আয়ের সুযোগ প্রায়সই স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকদের থাকে না।

ii. **Import Leakage:** এটি সাধারণত ঘটে যখন পর্যটকরা সরঞ্জাম, খাবার, পানীয়, এবং অন্যান্য পণ্যের উন্নত মান দাবি করে যা আয়োজক দেশ সরবরাহ করতে পারে না, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলি।

iii. **Seasonal Character of Job:** পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল বেশিরভাগ কর্মসংস্থান ঋতু নির্ভর, তাই বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে (Peak Season) এই শিল্পের সাথে জড়িত মানুষেরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় এবং অন্য সময় (Lean Season) তাদের অন্যান্য জীবিকার উপর নির্ভর হতে হয়।

iv. **Increase in Prices:** পর্যটকদের কাছ থেকে পর্যটন সম্পর্কিত নানান মৌলিক পরিষেবা এবং পর্যটন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পর্যটন গন্তব্যে প্রায়শই নানান জিনিসের দাম বৃদ্ধি পায় যা স্থানীয় বাসিন্দাদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে কারন তাদের আয় সমানুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পায় না।

Source: Venkatesh, M., & Raj, D. J. (2016). Impact of tourism in India. *International Journal of Scientific Engineering and Applied Science*, *2*(1), 167-184.

Environmental Impacts of Tourism

Positive Impacts:

i. **Financial resources for environmental conservation:** পর্যটন পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরাসরি আর্থিক সংস্থান প্রদান করে। যেমন জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনভূমি ইত্যাদি নানান স্থানে পর্যটকদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রবেশ ফি সেই এলাকার পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

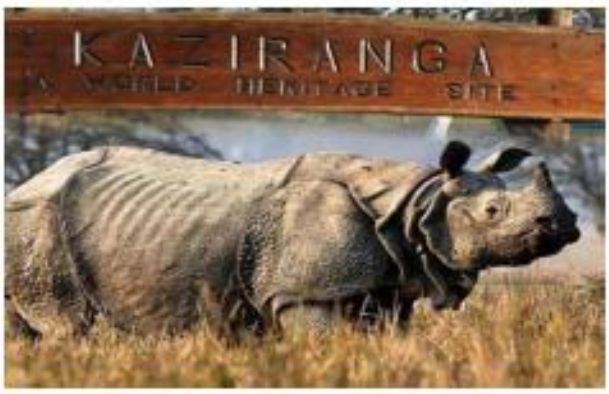

ii. **Contribution to the government revenues:** পর্যটন শিল্প প্রত্যক্ষভাবে সরকারি রাজস্ব সৃষ্টির সাথে সাথে বিভিন্ন কর, পারমিট ফি, বিনোদনমূলক সরঞ্জাম বিক্রয় এবং ভাড়ার উপর কর, বিভিন্ন পর্যটন কার্যক্রমের লাইসেন্সিং ফি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই সংগৃহীত তহবিল সংরক্ষণ কর্মীদের বেতন প্রদানের জন্য এবং পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্রর সংরক্ষণ প্রচেষ্টার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

iii. **Better environmental planning and management:** প্রাকৃতিক পর্যটন গন্তব্য গুলিতে স্থিতিশীল পর্যটন ব্যবস্থা কার্যকর পরিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে। এই ধরনের স্থিতিশীল পর্যটন ব্যবস্থায় উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশগত সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা হয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা হয়।

iv. **Raising the awareness with regard to environmental protection:** পর্যটন মানুষকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে এসে প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য এবং মানুষ-প্রকৃতির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক উপলব্ধি করায়। পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন ভ্রমণ সংস্থাগুলি পর্যটন ছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত নানান সমস্যা মোকাবিলা এবং জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

Negative Impacts

i. **Air Pollution:** একটি গন্তব্যে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যানবাহনের সংখ্যাও বাড়তে থাকে, যা থেকে নির্গত ক্ষতিকারক গ্যাস যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, এবং নাইট্রাস অক্সাইড, এবং ধোঁয়া ইত্যাদি বায়ু দূষণ ঘটায়।

ii. **Water Pollution and Water Sacercity:** একটি পর্যটন গন্তব্যে আবাসন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (হোটেল/তাঁবু ইত্যাদি) সেই স্থানে ভ্রমণকারী পর্যটকদের সংখ্যার সাথে সরাসরি সরল অনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক আবাসন স্থাপনা থেকে উৎপন্ন পয়ঃনিষ্কাশন বর্জ্য ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত সম্পত্তির চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই আবাসন স্থাপনা থেকে উৎপন্ন পয়ঃনিষ্কাশন এবং অন্যান্য তরল বর্জ্য স্থানীয় জলাশয়ে যেমন নদী/হ্রদ/পুকুর ইত্যাদিতে মিশে স্থানীয় জল সম্পদকে দূষিত করে। অনেক সময় এটি ভূগর্ভস্থ জলকেও দূষিত করে তোলে। এছাড়াও ভূগর্ভ থেকে অত্যধিক হারে জল সংগ্রহের জন্য জলের ঘাটতি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঋষিকেশে পর্যটন কার্যকলাপের ফলে জল দূষণের পরিমাণ মাত্রারিক্ত ছাড়িয়ে যাওয়ায় সেই অঞ্চলে নদীর ধারে সমস্ত তাঁবুর বাসস্থান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

iii. **Noise Pollution:** পর্যটন গন্তব্যে পরিবহন ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও পর্যটকদের বিনোদনের জন্য আয়োজিত পার্টি, ডিজে নাইট ইত্যাদি নানান বিনোদনমূলক কার্যকলাপের ফলে গুরুতর শব্দ দূষণের সমস্যা দেখা দেয়। এই ধরনের শব্দ দূষণের ফলে মানুষের জন্য চরম ক্ষেত্রে বিরক্তি, স্ট্রেস এবং শ্রবণশক্তি হ্রাস করা ছাড়াও, গন্তব্যস্থলে বন্যপ্রাণীর সাধারণ কার্যকলাপের ধরণকেও প্রভাবিত করে।

iv. **Deforestation:** পর্যটন শিল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বনভূমি ধ্বংস করা হয়। এক্ষেত্রে নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, হোটেল নির্মাণ, আবাসন নির্মাণ, রেসর্ট

নির্মাণ ইত্যাদি নানান কারনে গাছপালা কেটে নতুন স্থান তৈরি করা হয়। এই ধরনের ঘটনা সাধারণত কোন প্রাকৃতিক পর্যটন গন্তব্য ও পার্বত্য স্টেশনগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যার ফলস্বরূপ বনভূমি উজাড়ের সাথে সাথে মৃত্তিকা ক্ষয়, ভূমি ধ্বস, জীববৈচিত্রের ক্ষতি, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং এমনকি গন্তব্যস্থলের সামগ্রিক জলচক্রের পরিবর্তন ইত্যাদি নানান সমস্যা দেখা যায়।

v. **Solid waste and littering:** বেশিরভাগ জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য গুলিতে কঠিন বর্জ্য, আবর্জনা, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য আবর্জনার স্তূপ লক্ষ্য করা যায়। এই হাজার হাজার টন বর্জ্য আবর্জনা পর্যটকরা নিজেরাই এবং হোটেল,

রেস্তোরাঁ ইত্যাদির মতো অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীরা তৈরি করে থাকেন যেগুলি গন্তব্যস্থলেই জমা হয় এবং পরিবেশ দূষণ ঘটায়।

Source: https://egyankosh.ac.in/

Socio-Cultural Impacts of Tourism

i. **Tourist-Host Relationship:** Tourist-host relationship-স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং মেলামেশার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে থাকা মানুষজনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বাড়ে এবং সামাজিক একীকরণের প্রচার ঘটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, এটি অসম্মানজনক আচরণ, পরিবেশের অবনতি, প্রতারণা ইত্যাদির কারণে দ্বন্দ্ব এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত হয়। এছাড়াও পর্যটন শিল্পে যখন পর্যটক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একে অপরের সংস্কৃতি এবং জীবনধারা সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া থাকে না তখন এর নানান নেতিবাচক প্রভাব (সমস্যা, ঝামেলা, সন্দেহ ইত্যাদি) লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও পর্যটকরা গন্তব্যে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত না হওয়ায় প্রায়শই প্রতারণা, লুণ্ঠন, এবং অন্যান্য ধরণের নানান সমস্যার সম্মুখীন হন। তাই এক্ষেত্রে পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রদান ও নিরাপত্তার জন্য পথ দেখানোর দায়িত্ব স্থানীয় জনগণের।

ii. **Commoditisation of Culture:** পর্যটন শিল্পে 'Commoditisation of Culture' বলতে বোঝায় সংস্কৃতির পণ্যসামগ্রীকরণ ব্যবস্থাকে। সাধারণত যে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকের সমাগম বেশি হয় সেখানে পর্যটকদের পর্যটন পণ্যের উপর চাহিদা অনেক বেশি থাকে এবং এই চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান কমানোর জন্য স্থানীয় জনগণ পর্যটকদের প্রয়োজন অনুসারে স্থানীয় সংস্কৃতির পণ্যসামগ্রীকরণ করে থাকেন। এর ফলে অনেক সময় সাংস্কৃতিক পণ্যগুলির সত্যতা নষ্টের সাথে সাথে বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত নৈতিকতা নষ্ট হয়। ভারতের বেশ কিছু জায়গায় এই ধরনের ঘটনা লক্ষ্য করা যেমন ভারতের ঐতিহ্য অনুসারে "আরতি-টিকা" সাধারণত সকাল এবং সন্ধ্যার সময় দেওয়া হয়, তবে অনেক হোটেলে এটি প্রত্যেক অতিথির আগমনের সময় দেওয়ার রীতি লক্ষ্য করা হয়। এখানে, পর্যটকদের সন্তুষ্টির জন্য এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে।

iii. **Demonstration Effects:**

পর্যটন শিল্পে '**Demonstration Effects**' বলতে বোঝায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা যখন বাইরে থেকে আগত পর্যটকদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি, জীবন শৈলী ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং নিজেদের বাস্তব জীবনে সেগুলি অনুকরণের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে অন্যদের কর্ম এবং আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হোস্ট সম্প্রদায়ের সদস্যদের

আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন হোস্ট সম্প্রদায়ের উপর কখনও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে আবার ব্যক্তিবিশেষে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলে। 'Demonstration Effects'- এর ইতিবাচক প্রভাব এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অগ্রসর বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, কুসংস্কারমুক্ত জীবনযাপন ইত্যাদি। অন্যদিকে নেতিবাচক পরিণতি গুলি হল মদ্যপান এবং জুয়ার অভ্যাস, ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি।

Source: https://egyankosh.ac.in/

Practice Questions (10Marks)

1. **পর্যটন ও পর্যটকের ধারণা ব্যাখ্যা করো। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যটনের ধরন বিশ্লেষণ করো অথবা পার্থক্য লেখো।** (Concepts of tourism, tourist; Forms of tourism – domestic, outbound, inbound)
2. **বিভিন্ন ধরনের পর্যটনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো—যেমন: Eco-tourism, Sustainable Tourism, Medical Tourism, Adventure Tourism, Religious Tourism** (Types of tourism with examples)
3. **পর্যটনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ করো। প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব আলোচনা করো।** (Tourism's positive and negative impact: Socio-cultural, economic, environmental)

Module 2: Tourism Organisations

A: National Tourism Organisation (NTO)

ন্যাশনাল ট্যুরিস্ট অর্গানাইজেশন (NTO) হলো একটি দেশের **কেন্দ্রীয় সরকারি পর্যটন সংস্থা**, যা জাতীয় পর্যটন শিল্পের **পরিকল্পনা, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক প্রচার** পরিচালনা করে। এই সংস্থা দেশের পর্যটন নীতিকে বাস্তবায়নের পাশাপাশি পর্যটনকে একটি লাভজনক ও টেকসই শিল্প হিসেবে গড়ে তোলে।

NTO-এর প্রধান কার্যাবলি (Functions of NTO):

1. **পর্যটন নীতি প্রণয়ন:** National Tourism Organization (NTO) একটি দেশের সামগ্রিক পর্যটন উন্নয়নের দিকনির্দেশনা দিতে **জাতীয় পর্যটন নীতি** প্রণয়ন করে। এই নীতির মাধ্যমে দেশের পর্যটন সম্ভাবনাকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো হয়। নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা, টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন নিশ্চিত করা, গ্রামীণ ও ইকো-ট্যুরিজমের প্রসার এবং বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মতো বিষয়গুলো এই নীতির মূল লক্ষ্য। সঠিক পর্যটন নীতির ফলে পর্যটন শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
2. **পর্যটনের প্রচার ও বিপণন:** দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য NTO বিভিন্ন প্রচার ও বিপণনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ও ট্রাভেল ফেয়ারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পর্যটন সম্ভাবনা বিশ্বদরবারে তুলে ধরা হয়। এছাড়াও বিজ্ঞাপন, ডকুমেন্টারি, সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবহার করে পর্যটন প্রচার করা হয়। বিদেশে অবস্থিত পর্যটন অফিসগুলিও এই প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। উদাহরণস্বরূপ, *"Incredible India"* ক্যাম্পেইন ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করে তুলেছে।
3. **পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন:** পর্যটকদের আরামদায়ক ও নিরাপদ ভ্রমণের জন্য NTO পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এর মধ্যে হোটেল, রিসোর্ট ও মোটেল নির্মাণ, পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে উন্নত রাস্তা, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলা উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি বিমানবন্দর, রেলস্টেশন ও বাস টার্মিনালের উন্নয়ন এবং ঐতিহাসিক ও হেরিটেজ স্থানের সংরক্ষণেও NTO সহায়তা করে।
4. **গবেষণা ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ:** NTO পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য নিয়মিত **গবেষণা ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ** করে। দেশি ও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা, তাদের ব্যয়ের ধরন, জনপ্রিয় ও নতুন উদীয়মান পর্যটন গন্তব্য এবং পর্যটনের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এই তথ্য সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণে সহায়তা করে এবং পর্যটন খাতকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।
5. **প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন:** পর্যটন শিল্পে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ তৈরি করা NTO-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই উদ্দেশ্যে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও ট্যুরিজম ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয় এবং ট্যুর গাইড, ট্রাভেল এজেন্ট ও ট্যুর অপারেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি হসপিটালিটি ও গ্রাহক পরিষেবার মান উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে পর্যটন পরিষেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং পর্যটকরা উন্নত অভিজ্ঞতা লাভ করে।

1. Indian Association of Tour Operators – IATO

IATO: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ট্যুর অপারেটরস (IATO) হলো ভারতের ট্যুর অপারেটরদের একটি জাতীয় স্তরের পেশাদার সংগঠন। এটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো ভারতের পর্যটন শিল্পকে সংগঠিত করা এবং বিশেষত ইনবাউন্ড ট্যুরিজম অর্থাৎ বিদেশি পর্যটকদের ভারতে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে ট্যুর অপারেটরদের ভূমিকা শক্তিশালী করা। IATO সরকার ও পর্যটন শিল্পের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবেও কাজ করে।

IATO-এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি:

1. **ট্যুর অপারেটরদের স্বার্থ রক্ষা করা**: IATO তার সদস্য ট্যুর অপারেটরদের পেশাগত ও ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করে। বিভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যা, নীতিগত জটিলতা বা ব্যবসায়িক অসুবিধার ক্ষেত্রে সংগঠনটি সদস্যদের পক্ষে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে।
2. **ইনবাউন্ড ট্যুরিজম বৃদ্ধি করা**: IATO-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো বিদেশি পর্যটকদের ভারতে ভ্রমণে উৎসাহিত করা। এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। IATO বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতের পর্যটন সম্ভাবনাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরে।
3. **সরকারের সঙ্গে ট্যুরিজম নীতি নিয়ে আলোচনা**: IATO সরকারকে পর্যটন নীতি প্রণয়নে সহায়তা করে। ট্যুর অপারেটরদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রস্তাব, সমস্যা ও সুপারিশ সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়। এর ফলে পর্যটন নীতিগুলো আরও বাস্তবসম্মত ও কার্যকর হয়।
4. **আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ**: ভারতের পর্যটন শিল্পের প্রচারের জন্য IATO আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ও ট্রাভেল ফেয়ারে অংশগ্রহণ করে। এই মেলাগুলির মাধ্যমে ভারতকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হয় এবং বিদেশি ট্যুর অপারেটরদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

5. **সদস্যদের মধ্যে পেশাদার মান বজায় রাখা**: IATO তার সদস্যদের মধ্যে নৈতিকতা, পেশাদারিত্ব ও পরিষেবার গুণগত মান বজায় রাখার উপর জোর দেয়। নির্দিষ্ট নিয়ম ও আচরণবিধি অনুসরণ করার মাধ্যমে সংগঠনটি পর্যটন শিল্পে বিশ্বাসযোগ্যতা ও মান উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

6. **পর্যটন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সহায়তা**: ট্যুর অপারেটর ও পর্যটকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে IATO সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ভিসা সমস্যা, পরিবহন, নিরাপত্তা বা প্রশাসনিক জটিলতার ক্ষেত্রে সংগঠনটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমাধানের চেষ্টা করে।

2.Travel Agents Association of India – TAAI

TAAI: ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (TAAI) হলো ভারতের ট্রাভেল এজেন্টদের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় সংগঠন। এটি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো ট্রাভেল এজেন্টদের পেশাগত স্বার্থ রক্ষা করা এবং ভারতের ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পকে সংগঠিত ও উন্নত করা। TAAI ট্রাভেল এজেন্ট, এয়ারলাইনস, হোটেল এবং সরকারের মধ্যে একটি সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

TAAI-এর কার্যাবলি:

1. **ট্রাভেল এজেন্টদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা**: TAAI তার সদস্য ট্রাভেল এজেন্টদের ব্যবসায়িক ও পেশাগত অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে। বিভিন্ন নীতিগত সমস্যা, কমিশন সংক্রান্ত বিষয় বা প্রশাসনিক জটিলতার ক্ষেত্রে সংগঠনটি সদস্যদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে।
2. **এয়ারলাইনস, হোটেল ও সরকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়**: TAAI ট্রাভেল এজেন্টদের সঙ্গে এয়ারলাইনস, হোটেল, পর্যটন বিভাগ ও অন্যান্য সরকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখে। এর ফলে ভ্রমণ সংক্রান্ত পরিষেবাগুলি আরও সহজ, নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়।

TAAI
SINCE 1951
TRAVEL AGENTS ASSOCIATION OF INDIA

75
TAAI
1951 2026
THE 75 YEARS OF TAAI
1951-2026

3. **প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন**: ট্রাভেল এজেন্টদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য TAAI বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করে। এতে আধুনিক বুকিং সিস্টেম, কাস্টমার সার্ভিস এবং ভ্রমণ শিল্পের নতুন প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।
4. **নৈতিক ব্যবসা নীতি বজায় রাখা**: TAAI তার সদস্যদের মধ্যে নৈতিক ব্যবসা নীতি ও পেশাগত শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উৎসাহিত করে। নির্দিষ্ট আচরণবিধি অনুসরণ করার মাধ্যমে সংগঠনটি ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম রক্ষা করে।
5. **ভ্রমণ শিল্পে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি**: সংগঠনটি ভ্রমণ শিল্পে পেশাদারিত্ব ও পরিষেবার মান উন্নত করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এর ফলে গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয় ভ্রমণ শিল্প আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।
6. **আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থার সাথে যোগাযোগ**: TAAI বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থা ও ভ্রমণ সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। এর মাধ্যমে বৈশ্বিক পর্যটন প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং ভারতীয় ট্রাভেল এজেন্টদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি বৃদ্ধি পায়।

B. State Tourism Organisation – STO

STO: স্টেট ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন (STO) হলো রাজ্য সরকারের অধীন একটি সরকারি পর্যটন সংস্থা, যা নির্দিষ্ট একটি রাজ্যের পর্যটন উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য কাজ করে। প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব STO থাকে, যেমন— *West Bengal Tourism, Kerala Tourism, Rajasthan Tourism* ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলি রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক স্থান, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে রাজ্য পর্যটনের প্রসার ঘটায়।

ভারতের রাজ্যগুলিতে STO-এর ভূমিকা

1. **রাজ্য পর্যটনের প্রচার**: STO রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনাকে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। রাজ্যের দর্শনীয় স্থান, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, লোকজ উৎসব ও খাদ্যসংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যমে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা হয়।
2. **পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন**: পর্যটকদের সুবিধার জন্য STO হোটেল, রিসোর্ট, ট্যুরিস্ট লজ, রেস্ট হাউস ও অন্যান্য পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলে। এছাড়াও পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নে সহায়তা করে।
3. **স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ**: STO স্থানীয় সংস্কৃতি, হস্তশিল্প, লোকসংগীত, নৃত্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে একদিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা পায়, অন্যদিকে পর্যটকদের কাছে রাজ্যের স্বকীয়তা তুলে ধরা সম্ভব হয়।
4. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি**: পর্যটনের উন্নয়নের মাধ্যমে STO স্থানীয় জনগণের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। হোটেল, পরিবহন, গাইড পরিষেবা, হস্তশিল্প ও অন্যান্য পর্যটন-নির্ভর কর্মকাণ্ডে বহু মানুষের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ তৈরি হয়।
5. **ট্যুর প্যাকেজ তৈরি**: STO রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন আকর্ষণকে কেন্দ্র করে বিশেষ ট্যুর প্যাকেজ তৈরি ও পরিচালনা করে। এই প্যাকেজগুলির মাধ্যমে পর্যটকরা কম খরচে এবং পরিকল্পিতভাবে রাজ্যের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুযোগ পান।

C: International Tourism Organisations

1. IUOTO – International Union of Official Travel Organisations

IUOTO ছিল একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থা, যা বিশ্বব্যাপী পর্যটনের উন্নয়ন ও বিভিন্ন দেশের পর্যটন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করত। এই সংস্থাটি সরকারি পর্যটন সংস্থাগুলিকে একত্রিত করে আন্তর্জাতিক পর্যটনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে IUOTO রূপান্তরিত হয়ে **UNWTO (United Nations World Tourism Organisation)**-এ পরিণত হয়।

IUOTO-এর কার্যাবলি:

1. **আন্তর্জাতিক পর্যটনের উন্নয়ন**: IUOTO বিশ্ব পর্যটনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করত। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পর্যটন বিনিময় বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণকে সহজ ও জনপ্রিয় করে তোলাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য।
2. **দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা**: সংস্থাটি বিভিন্ন দেশের পর্যটন দপ্তরগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে সাহায্য করত। এর ফলে অভিজ্ঞতা, তথ্য ও পর্যটন পরিকল্পনার আদান-প্রদান সম্ভব হতো।
3. **পর্যটন সংক্রান্ত গবেষণা**: IUOTO পর্যটন শিল্প সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করত এবং পর্যটনের প্রবণতা, সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করত। এই গবেষণা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়ক হতো।

4. **পর্যটন নীতিতে দিকনির্দেশনা**: সংস্থাটি বিভিন্ন দেশকে পর্যটন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিত, যাতে পর্যটন শিল্প সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়।

2. UNWTO – United Nations World Tourism Organisation

UNWTO হলো জাতিসংঘের অধীন একটি বিশেষায়িত আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা বিশ্ব পর্যটনের উন্নয়ন, প্রসার এবং **টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন** নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। এটি বর্তমানে বিশ্ব পর্যটনের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত।

UNWTO-এর কার্যাবলি

1. **বিশ্ব পর্যটন উন্নয়নে নেতৃত্ব প্রদান**: UNWTO বিশ্ব পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয় এবং বিভিন্ন দেশকে সমন্বিতভাবে পর্যটন বিকাশে সহায়তা করে।
2. **টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটনের প্রচার**: পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক ভারসাম্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার মাধ্যমে টেকসই পর্যটনের ধারণা প্রচারে UNWTO গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
3. **পর্যটন গবেষণা ও পরিসংখ্যান প্রকাশ**: UNWTO বিশ্বব্যাপী পর্যটন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে এবং পর্যটকের সংখ্যা, আয়, প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে, যা নীতিনির্ধারণে সহায়ক।
4. **উন্নয়নশীল দেশগুলিকে কারিগরি সহায়তা**: সংস্থাটি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পর্যটন পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।
5. **পর্যটনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন**: UNWTO পর্যটনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে উন্নীত করে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে।

D: ট্রাভেল এজেন্সি (Travel Agencies in Tourism)

ট্রাভেল এজেন্সি: ট্রাভেল এজেন্সি হলো এমন একটি পেশাদার প্রতিষ্ঠান, যা পর্যটকদের ভ্রমণ সংক্রান্ত সব ধরনের পরিষেবা এক জায়গায় প্রদান করে। ভ্রমণ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে টিকিট বুকিং, হোটেল রিজার্ভেশন, ট্যুর প্যাকেজ, ভিসা সহায়তা ও অন্যান্য সুবিধা ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে সহজে পাওয়া যায়। এই এজেন্সিগুলি পর্যটক ও বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে পর্যটন শিল্পকে কার্যকরভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

পর্যটনে ট্রাভেল এজেন্সির ভূমিকা

1. **পর্যটক ও পরিষেবা প্রদানকারীর মধ্যে সেতুবন্ধন:** ট্রাভেল এজেন্সি পর্যটক এবং এয়ারলাইনস, হোটেল, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ও ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এর ফলে পর্যটকরা সহজেই নির্ভরযোগ্য পরিষেবা পায় এবং পরিষেবা প্রদানকারীরাও গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে পারে।
2. **ভ্রমণ পরিকল্পনা সহজ করা:** ট্রাভেল এজেন্সি পর্যটকদের পছন্দ, বাজেট ও সময় অনুযায়ী ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরি করে। গন্তব্য নির্বাচন, যাতায়াত, থাকার ব্যবস্থা ও দর্শনীয় স্থান ঘোরার সূচি নির্ধারণের মাধ্যমে ভ্রমণকে সহজ ও সুসংগঠিত করে তোলে।
3. **পর্যটন শিল্পে আয় বৃদ্ধি**: ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে পর্যটনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে হোটেল, পরিবহন, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য পর্যটন পরিষেবার আয় বাড়ে। এর মাধ্যমে জাতীয় আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
4. **পর্যটকদের সময় ও অর্থ সাশ্রয়:** একটি ট্রাভেল এজেন্সি একসঙ্গে বিভিন্ন পরিষেবা বুকিং করে দেওয়ায় পর্যটকদের আলাদা আলাদা জায়গায় যোগাযোগ করতে হয় না। এতে সময় সাশ্রয় হয় এবং প্যাকেজ সুবিধার কারণে খরচও তুলনামূলকভাবে কম হয়।
5. **নিরাপদ ও সুবিধাজনক ভ্রমণ নিশ্চিত করা:** ট্রাভেল এজেন্সি পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করে। নির্ভরযোগ্য পরিবহন, নিরাপদ আবাসন এবং জরুরি সহায়তার ব্যবস্থা করে পর্যটকদের ভ্রমণকে ঝুঁকিমুক্ত ও আরামদায়ক করে তোলে।

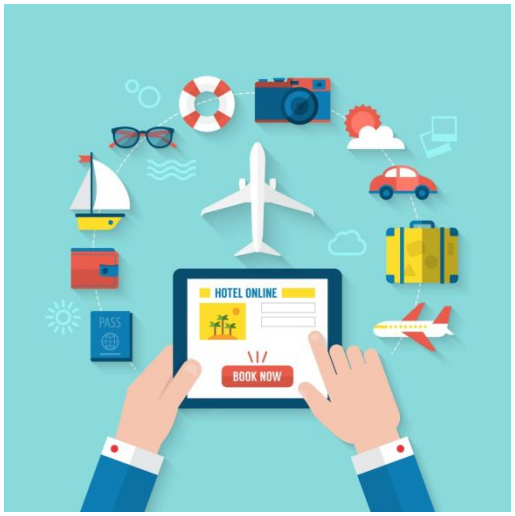

ট্রাভেল এজেন্সির কার্যাবলি *(Functions of a Travel Agency)*

1. **টিকিট বুকিং:** ট্রাভেল এজেন্সি বিমান, ট্রেন ও বাসের টিকিট বুকিংয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিভিন্ন পরিবহন সংস্থার সময়সূচি, ভাড়া ও আসন প্রাপ্যতার তুলনা করে পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক বিকল্প নির্বাচন করা হয়। এর ফলে পর্যটকদের আলাদা আলাদা কাউন্টারে যেতে হয় না, যাতায়াত সংক্রান্ত ঝামেলা কমে যায় এবং সম্পূর্ণ ভ্রমণ পরিকল্পনা সহজ ও নির্ভরযোগ্য হয়।
2. **হোটেল রিজার্ভেশন:** পর্যটকদের বাজেট, পছন্দ ও গন্তব্য অনুযায়ী উপযুক্ত হোটেল, রিসোর্ট বা গেস্ট হাউস বুকিং করা ট্রাভেল এজেন্সির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এজেন্সিগুলি হোটেলের অবস্থান, পরিষেবার মান ও নিরাপত্তা যাচাই করে বুকিং করে, ফলে পর্যটকরা নিশ্চিন্তে ও আরামদায়কভাবে থাকতে পারেন।
3. **ট্যুর প্যাকেজ তৈরি ও বিক্রি:** ট্রাভেল এজেন্সি নির্দিষ্ট গন্তব্যকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত ও আকর্ষণীয় ট্যুর প্যাকেজ তৈরি করে। এই প্যাকেজে যাতায়াত, থাকা, খাবার, দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ ও গাইড পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর ফলে পর্যটকদের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করতে হয় না এবং কম খরচে সুসংগঠিত ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া যায়।
4. **ভিসা ও পাসপোর্ট সহায়তা:** আন্তর্জাতিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভিসা ও পাসপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ট্রাভেল এজেন্সি ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও নিয়মাবলি সম্পর্কে পর্যটকদের সঠিক তথ্য ও সহায়তা প্রদান করে। এর ফলে ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা ও ভুলের সম্ভাবনা কমে যায়।

5. **ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স:** ট্রাভেল এজেন্সি পর্যটকদের জন্য ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করে দেয়। এই বিমার মাধ্যমে দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, ফ্লাইট বাতিল, লাগেজ হারানো বা ভ্রমণ বিলম্বের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে আর্থিক সুরক্ষা পাওয়া যায়, যা পর্যটকদের মানসিক নিশ্চয়তা প্রদান করে।
6. **গাইড ও ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা:** পর্যটকদের জন্য প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ট্যুর গাইড এবং নিরাপদ স্থানীয় পরিবহন ব্যবস্থা করা ট্রাভেল এজেন্সির একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। গাইডরা গন্তব্যের ইতিহাস,

সংস্কৃতি ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে ভ্রমণকে আরও শিক্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলে।

7. **ফরেন এক্সচেঞ্জ সহায়তা:** বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। ট্রাভেল এজেন্সি পর্যটকদের ফরেন এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত নিয়ম, হার ও নিরাপদ বিনিময় ব্যবস্থার বিষয়ে তথ্য ও সহায়তা প্রদান করে, ফলে বিদেশে আর্থিক লেনদেন সহজ হয়।
8. **গ্রুপ ও কর্পোরেট ট্যুর আয়োজন:** স্কুল, কলেজ, অফিস বা কর্পোরেট সংস্থার জন্য বিশেষ গ্রুপ ট্যুর ও কর্পোরেট ট্যুর আয়োজন করাও ট্রাভেল এজেন্সির একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এই ধরনের ট্যুরে সময়সূচি, বাজেট ও পরিষেবাগুলি বিশেষভাবে পরিকল্পিত হয়, যা বড় দলের ভ্রমণকে সহজ ও সুশৃঙ্খল করে।

পর্যটন শিল্পে ট্রাভেল এজেন্সি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা পর্যটকদের ভ্রমণকে সহজ, নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক করে তোলে এবং একই সঙ্গে পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন খাত—পরিবহন, হোটেল, গাইড ও সরকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। জাতীয়, রাজ্য ও আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করা **NTO, STO, IATO, TAAI এবং UNWTO**-এর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে ট্রাভেল এজেন্সিগুলি পর্যটন শিল্পকে একটি শক্তিশালী, সংগঠিত ও টেকসই শিল্পে রূপান্তরিত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

Practice Questions (10Marks)

1. **National Tourist Organisation (NTO)**
   Explain the concept of a National Tourist Organisation (NTO) and discuss its major functions. (ন্যাশনাল ট্যুরিস্ট অর্গানাইজেশন (NTO) কী? এর প্রধান কার্যাবলী আলোচনা করো।)

2. **Indian Tourism Organisations (IATO & TAAI)**
   Discuss the role and objectives of the Indian Association of Tour Operators (IATO) and the Travel Agents Association of India (TAAI) in the development of tourism in India.(ভারতে পর্যটন উন্নয়নে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটরস (IATO) এবং ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (TAAI)-এর ভূমিকা ও উদ্দেশ্য আলোচনা করো।)

3. **State Tourism Organisations (STO)**
   Describe the role of State Tourism Organisations (STO) in promoting tourism in different states of India. (ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পর্যটন উন্নয়নে স্টেট ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন (STO)-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।)

4. **International Tourism Organisations (IUOTO & UNWTO)**
   Write a note on IUOTO and explain how UNWTO contributes to the development of international tourism. **(**IUOTO সম্পর্কে লেখো এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন উন্নয়নে UNWTO কীভাবে অবদান রাখে তা ব্যাখ্যা করো।)

5. **Travel Agencies**
   Explain the role of travel agencies in tourism and describe the main functions of a travel agency. (পর্যটনে ট্রাভেল এজেন্সির ভূমিকা আলোচনা করো এবং একটি ট্রাভেল এজেন্সির প্রধান কার্যাবলী লেখো।)

Module 3: Tourism Entrepreneurship

1. Importance of entrepreneurship in tourism (পর্যটনে উদ্যোক্তার গুরুত্ব)

পর্যটন শিল্প একটি দ্রুত বর্ধনশীল ও শ্রমনির্ভর পরিষেবা শিল্প। এই শিল্পের বিকাশ, বৈচিত্র্য এবং স্থায়িত্ব বজায় রাখতে উদ্যোক্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোক্তারা নতুন ধারণা, পুঁজি, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পকে গতিশীল করে তোলে। পর্যটনে উদ্যোক্তার গুরুত্ব নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো—

1. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** পর্যটন খাতে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ট্রাভেল এজেন্সি, ট্যুর অপারেটর, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, রিসোর্ট, গাইড সার্ভিস, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহু মানুষের কাজের সুযোগ হয়। বিশেষ করে যুবসমাজ ও স্থানীয় জনগণের জন্য এটি একটি বড় কর্মসংস্থানের উৎস।
2. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আগমনের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়, যা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা থেকে সরকার কর ও রাজস্ব আদায় করতে পারে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।

3. **স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার:** পর্যটনে উদ্যোক্তারা স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, হস্তশিল্প, লোকসংগীত, নৃত্য, খাদ্যাভ্যাস ও উৎসবকে পর্যটন পণ্যে রূপান্তর করে। এর ফলে স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয় এবং গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। স্থানীয় মানুষ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে আয় করার সুযোগ পায়।
4. **নতুন ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি:** পর্যটনে উদ্যোক্তার উদ্যোগের ফলে বিভিন্ন নতুন ধরনের পর্যটন ব্যবসার বিকাশ ঘটে। যেমন—ইকো-ট্যুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, মেডিকেল ট্যুরিজম, ওয়েলনেস ট্যুরিজম, গ্রামীণ পর্যটন, হোমস্টে ইত্যাদি। এসব নতুন ক্ষেত্র পর্যটন শিল্পকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে এবং উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে।
5. **উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার বিকাশ:** উদ্যোক্তারা সর্বদা নতুন ধারণা ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করে। এর ফলে নতুন পর্যটন পণ্য, পরিষেবা ও অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, অনলাইন বুকিং ব্যবস্থা, ডিজিটাল মার্কেটিং, কাস্টমাইজড ট্যুর প্যাকেজ ইত্যাদি উদ্ভাবনের মাধ্যমে পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং পর্যটন শিল্প আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে।
6. **আঞ্চলিক ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন:** পর্যটন উদ্যোক্তারা শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রিক নয়, বরং পাহাড়, উপকূল, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পর্যটন কার্যক্রম গড়ে তোলে। এর ফলে ওইসব অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয় এবং আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পায়।

2. Factors Influencing Entrepreneurship (উদ্যোক্তাকে প্রভাবিতকারী উপাদানসমূহ)

উদ্যোক্তা গঠনের পেছনে একাধিক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদান সক্রিয়ভাবে কাজ করে। কোনো ব্যক্তি উদ্যোক্তা হবে কি না এবং সে কতটা সফল হবে—তা এই উপাদানগুলোর উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রধান উপাদানসমূহ নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো—

1. **অর্থনৈতিক উপাদান:** অর্থনৈতিক পরিবেশ উদ্যোক্তা বিকাশের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। পর্যাপ্ত মূলধনের প্রাপ্যতা, সহজ ঋণ সুবিধা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা উদ্যোক্তা গঠনে সহায়ক হয়। এছাড়া বাজারে পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা, জনগণের আয় স্তর এবং ক্রয়ক্ষমতা উদ্যোক্তার ব্যবসা শুরু ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ উদ্যোক্তাদের ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত করে।
2. **সামাজিক উপাদান:** সমাজের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উদ্যোক্তা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। যে সমাজে উদ্যোক্তাকে সম্মান করা হয় এবং ব্যর্থতাকে শেখার অংশ হিসেবে দেখা হয়, সেখানে উদ্যোক্তার সংখ্যা বেশি হয়। পারিবারিক সহায়তা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উদ্যোক্তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে অনুপ্রেরণা জোগায়।
3. **রাজনৈতিক ও আইনগত উপাদান:** সরকারের নীতি, পরিকল্পনা ও আইন উদ্যোক্তাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সহজ লাইসেন্স ব্যবস্থা, কর ছাড়, ভর্তুকি, সরকারি প্রকল্প ও সহায়ক নীতি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু করতে সহায়তা করে। অপরদিকে জটিল আইন-কানুন, উচ্চ করহার ও প্রশাসনিক জটিলতা উদ্যোক্তার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তাই স্থিতিশীল ও উদ্যোক্তাবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত জরুরি।
4. **প্রযুক্তিগত উপাদান:** আধুনিক প্রযুক্তি উদ্যোক্তা বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অনলাইন বুকিং ব্যবস্থা, ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ব্যবসাকে সহজ ও দ্রুতগতির করে তুলেছে। প্রযুক্তির সহজলভ্যতা উদ্যোক্তাদের কম খরচে বৃহৎ বাজারে পৌঁছানোর সুযোগ দেয় এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করে।
5. **ব্যক্তিগত উপাদান:** ব্যক্তিগত গুণাবলি উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বগুণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, কঠোর পরিশ্রম ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা একজন ব্যক্তিকে সফল উদ্যোক্তা হতে সাহায্য করে। ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মানসিক দৃঢ়তা উদ্যোক্তা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

3. Characteristics of Entrepreneurship (উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য)

একজন উদ্যোক্তা কেবল ব্যবসা শুরু করেন না, বরং তিনি নতুন ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটান। এজন্য একজন সফল উদ্যোক্তার মধ্যে কিছু বিশেষ গুণাবলি থাকা অত্যন্ত জরুরি। সেগুলি নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো—

1. **ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা:** উদ্যোক্তাকে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয়। নতুন ব্যবসা শুরু করার সময় লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। একজন সফল উদ্যোক্তা এই ঝুঁকি গ্রহণ করতে সক্ষম হন এবং সাহসিকতার সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন।
2. **নেতৃত্বদানের দক্ষতা:** উদ্যোক্তাকে কর্মচারী, সরবরাহকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচালনা করতে হয়। সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান, অনুপ্রেরণা দেওয়া ও দলকে একসাথে কাজ করানোর ক্ষমতা একজন উদ্যোক্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
3. **উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা:** উদ্যোক্তা সবসময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করেন। নতুন পণ্য, নতুন পরিষেবা বা নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে বাজারে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেন। এই উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাই উদ্যোক্তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।

4. **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা:** ব্যবসায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়—যেমন বিনিয়োগ, উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে। একজন সফল উদ্যোক্তা দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার ফলাফলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
5. **আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা:** উদ্যোক্তার নিজের উপর বিশ্বাস থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বাধা ও ব্যর্থতা এলেও তিনি হতাশ হন না, বরং দৃঢ় মনোবল নিয়ে পুনরায় চেষ্টা করেন।
6. **দূরদর্শিতা:** উদ্যোক্তা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও বাজারের পরিবর্তন আগে থেকেই অনুমান করতে পারেন। এই দূরদর্শিতা তাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করে।
7. **কঠোর পরিশ্রমী মনোভাব:** ব্যবসা সফল করতে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। একজন উদ্যোক্তা সময়, শ্রম ও শক্তি দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করেন এবং লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকেন।

4. Contributions of Entrepreneur in Development (উন্নয়নে উদ্যোক্তার অবদান)

উদ্যোক্তা একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। তার অবদান বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী।

1. **শিল্পায়ন:** উদ্যোক্তারা নতুন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এর ফলে শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধি পায় এবং দেশের উৎপাদন ক্ষমতা উন্নত হয়।
2. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** নতুন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্যোক্তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন, যা বেকারত্ব সমস্যা হ্রাসে সহায়ক।
3. **দারিদ্র্য হ্রাস:** কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ বাড়ার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং দারিদ্র্য ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
4. **আঞ্চলিক উন্নয়ন:** উদ্যোক্তারা পিছিয়ে পড়া ও গ্রামীণ অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করলে সেসব অঞ্চলের অবকাঠামো, যোগাযোগ ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য কমে।
5. **জাতীয় আয় বৃদ্ধি:** উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি ও কর প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করেন, যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।
6. **উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির প্রসার:** উদ্যোক্তারা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও উদ্ভাবনে আগ্রহী হন। এর ফলে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার ঘটে এবং শিল্প ও পরিষেবার মান উন্নত হয়।

5. Entrepreneurship in Tourism and Hospitality Industry

(পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পে উদ্যোক্তা)

পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্প একটি পরিষেবা-ভিত্তিক শিল্প যেখানে সৃজনশীলতা, পরিকল্পনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই শিল্পে **ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা ক্ষেত্র। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কর্পোরেট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

- **ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট:** ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট হলো পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান যেমন—বিবাহ, সম্মেলন, প্রদর্শনী, উৎসব, কনসার্ট, খেলাধুলার অনুষ্ঠান ইত্যাদির পরিকল্পনা, সংগঠন, পরিচালনা ও মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া। একজন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য বাজেট, সময়, স্থান ও মানবসম্পদ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন।
- **ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের পরিধি: ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ:**

1. **বিবাহ ও সামাজিক অনুষ্ঠান** – ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, জন্মদিন, বার্ষিকী অনুষ্ঠান।
2. **কর্পোরেট ইভেন্ট** – কনফারেন্স, সেমিনার, প্রোডাক্ট লঞ্চ, মিটিং।
3. **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান** – মেলা, উৎসব, লোকসংগীত, নৃত্যানুষ্ঠান।
4. **খেলাধুলার ইভেন্ট** – স্পোর্টস টুর্নামেন্ট, ম্যারাথন, অ্যাডভেঞ্চার ইভেন্ট।
5. **প্রদর্শনী ও ট্রেড ফেয়ার** – শিল্প ও বাণিজ্য প্রদর্শনী।
6. **পর্যটন উৎসব** – ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল, ফুড ফেস্টিভ্যাল, হেরিটেজ ইভেন্ট।

❖ **ইভেন্টের পাঁচটি 'C' (Five Cs of Events): একটি ইভেন্ট সফলভাবে পরিচালনার জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে, যেগুলিকে** ইভেন্টের পাঁচটি 'C' **বলা হয়।**

1. **Concept (ধারণা):** ইভেন্টের মূল ভাবনা বা থিম নির্ধারণ করাই হলো Concept। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য শ্রোতা এবং ধরন অনুযায়ী ধারণা তৈরি করা হয়।
2. **Coordination (সমন্বয়):** ইভেন্টে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভেন্যু, ক্যাটারিং, সাউন্ড, লাইটিং, সাজসজ্জা—সবকিছুর মধ্যে সঠিক সমন্বয় থাকতে হবে।
3. **Control (নিয়ন্ত্রণ):** ইভেন্টের বাজেট, সময়সূচি ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি। অপ্রয়োজনীয় খরচ ও সময় অপচয় রোধ করা হয়।
4. **Culmination (সম্পন্নকরণ):** সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়াই Culmination, ইভেন্ট যেন নির্ধারিত সময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করা হয়।
5. **Close-out (সমাপ্তি ও মূল্যায়ন):** ইভেন্ট শেষ হওয়ার পর হিসাব-নিকাশ, রিপোর্ট তৈরি ও সাফল্যের মূল্যায়ন করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা হয়।

❖ **সফল ইভেন্টের মূল ধাপসমূহ (Key Steps to Successful Events)**

1. একটি ইভেন্টকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিক কিছু ধাপ অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই ধাপগুলি ইভেন্টের মান, সাফল্য ও অংশগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করে।
2. **ইভেন্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** ইভেন্ট আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য প্রথমেই নির্ধারণ করতে হয়। এটি কি বাণিজ্যিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক না কি প্রচারমূলক—তা স্পষ্ট করা জরুরি। লক্ষ্য পরিষ্কার থাকলে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।
3. **বাজেট পরিকল্পনা ও অর্থায়ন:** ইভেন্টের মোট খরচের একটি বাস্তবসম্মত বাজেট তৈরি করা হয়। ভেন্যু, সাজসজ্জা, খাবার, প্রচার, প্রযুক্তি ও জনবল সংক্রান্ত খরচ নির্ধারণ করা হয়। প্রয়োজনে স্পনসর বা অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়।
4. **উপযুক্ত স্থান (ভেন্যু) নির্বাচন:** ইভেন্টের ধরন, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও সুবিধার উপর ভিত্তি করে ভেন্যু নির্বাচন করা হয়। যাতায়াত ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ, পার্কিং ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করা হয়।
5. **ভেন্ডর ও সরবরাহকারী নির্বাচন:** ক্যাটারিং, সাউন্ড ও লাইটিং, সাজসজ্জা, ফটোগ্রাফি ও পরিবহন ইত্যাদি পরিষেবার জন্য দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ভেন্ডর নির্বাচন করা হয়। গুণমান ও সময়ানুবর্তিতা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
6. **প্রচার ও মার্কেটিং:** ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণ করার জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়। পোস্টার, সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট, ইমেল ও মিডিয়া প্রচারের মাধ্যমে ইভেন্ট সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা হয়।
7. **সময়সূচি ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি:** ইভেন্টের প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়সূচি ও দায়িত্ব বন্টন করা হয়। কে কখন কী করবে তা আগে থেকেই ঠিক থাকলে বিশৃঙ্খলা এড়ানো যায়।

8. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা:** অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি যেমন আবহাওয়া সমস্যা, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলার জন্য আগাম পরিকল্পনা করা হয়। নিরাপত্তা কর্মী, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও জরুরি পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়।
9. **ইভেন্ট পরিচালনা ও তদারকি:** ইভেন্ট চলাকালীন সমস্ত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে ইভেন্ট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।
10. **ফিডব্যাক সংগ্রহ ও মূল্যায়ন:** ইভেন্ট শেষ হওয়ার পর অংশগ্রহণকারী, স্পনসর ও সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ইভেন্টের সাফল্য মূল্যায়ন করা হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য উন্নতির দিক নির্ধারণ করা হয়।

6. Emerging Areas of Entrepreneurship in Tourism Sector (পর্যটন খাতে উদ্যোক্তার উদীয়মান ক্ষেত্র)

পর্যটন শিল্প ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ও সম্প্রসারণশীল। আধুনিক চাহিদা ও জীবনধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটনে নতুন নতুন উদ্যোক্তা ক্ষেত্র গড়ে উঠছে।

1. **ইকো-ট্যুরিজম:** ইকো-ট্যুরিজম পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পর্যটন ব্যবস্থা। উদ্যোক্তারা বন, পাহাড় ও সংরক্ষিত অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব রিসোর্ট ও ট্যুর প্যাকেজ চালু করছেন।
2. **অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম:** রোমাঞ্চপ্রিয় পর্যটকদের জন্য ট্রেকিং, রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং, স্কুবা ডাইভিং ইত্যাদি কার্যক্রম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।
3. **মেডিকেল ট্যুরিজম:** উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা ও কম খরচের কারণে অনেক পর্যটক চিকিৎসার জন্য অন্য দেশে ভ্রমণ করেন। হাসপাতাল, হোটেল ও ট্রাভেল পরিষেবার সমন্বয়ে মেডিকেল ট্যুরিজম গড়ে উঠছে।
4. **ওয়েলনেস ও যোগা ট্যুরিজম:** মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার জন্য যোগা, আয়ুর্বেদ ও স্পা-ভিত্তিক পর্যটন দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। উদ্যোক্তারা ওয়েলনেস রিট্রিট ও রিসোর্ট স্থাপন করছেন।
5. **গ্রামীণ পর্যটন:** গ্রামীণ জীবনধারা, লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। হোমস্টে ও গ্রামভিত্তিক পর্যটন প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা নতুন আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করছেন।
6. **ডেস্টিনেশন ওয়েডিং ও ইভেন্ট ট্যুরিজম:** বিশেষ পর্যটন স্থানে বিবাহ ও বড় ইভেন্ট আয়োজনের প্রবণতা বাড়ছে। এটি হোটেল, ট্রাভেল ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট উদ্যোক্তাদের জন্য লাভজনক ক্ষেত্র।
7. **হোমস্টে ও বুটিক হোটেল:** ছোট পরিসরের ব্যক্তিগত পরিষেবাভিত্তিক থাকার ব্যবস্থা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হচ্ছে। কম মূলধনে এই ব্যবসা শুরু করা সম্ভব।
8. **ডিজিটাল ট্রাভেল স্টার্টআপ:** অনলাইন বুকিং প্ল্যাটফর্ম, ট্রাভেল অ্যাপ ও ডিজিটাল গাইড পরিষেবার মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর পর্যটন উদ্যোক্তা দ্রুত বিকাশ লাভ করছে।

7. Finance and Entrepreneurship (অর্থায়ন ও উদ্যোক্তা)

উদ্যোক্তা কার্যক্রম শুরু ও পরিচালনার জন্য অর্থ বা মূলধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে অনেক ভালো উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয় না। তাই উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের অর্থায়নের উৎস রয়েছে, যা ব্যবসা স্থাপন ও সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

❖ **মূলধনের উৎস** (Sources of Capital)

1. **বাণিজ্যিক ব্যাংক** (Commercial Banks)**:** বাণিজ্যিক ব্যাংক উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের অন্যতম প্রধান উৎস। ব্যাংকগুলি বিভিন্ন ধরনের ঋণ ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।
    - **টার্ম লোন**: টার্ম লোন হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। এই ঋণ সাধারণত কারখানা স্থাপন, যন্ত্রপাতি ক্রয়, হোটেল বা রিসোর্ট নির্মাণের মতো স্থায়ী সম্পদ তৈরির জন্য দেওয়া হয়। উদ্যোক্তারা নির্ধারিত কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করেন।
    - **ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল**: ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ব্যবসার দৈনন্দিন খরচ যেমন কাঁচামাল ক্রয়, কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুৎ বিল, পরিবহন খরচ ইত্যাদি মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যবসা সচল রাখার জন্য এই মূলধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
    - **ওভারড্রাফট সুবিধা**: ওভারড্রাফট হলো ব্যাংকের একটি বিশেষ সুবিধা, যার মাধ্যমে উদ্যোক্তা তার জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এটি স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সংকট মোকাবিলায় সহায়ক।

2. **আর্থিক কর্পোরেশন** (Financial Corporations): আর্থিক কর্পোরেশনগুলি মূলত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের সহায়তার জন্য গঠিত সরকারি বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান।
    - **রাজ্য আর্থিক কর্পোরেশন (State Financial Corporation)**
      এই সংস্থাগুলি রাজ্য স্তরে শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।
    - **SIDBI (Small Industries Development Bank of India)**
      SIDBI ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা, পুনঃঅর্থায়ন ও উন্নয়নমূলক পরিষেবা প্রদান করে।
    - **NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development)**
      NABARD গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি ও গ্রামীণ পর্যটনভিত্তিক উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
    - **NSIC (National Small Industries Corporation)**
      NSIC ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থায়ন, কাঁচামাল সরবরাহ ও বিপণন সহায়তা প্রদান করে।

3. **অন্যান্য আর্থিক সহায়তার উৎস** (Other Sources of Financial Assistance)
    - **সরকারি ভর্তুকি**: সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ভর্তুকি, কর ছাড় ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করে, যা ব্যবসার ব্যয় কমাতে সাহায্য করে।
    - **ভেঞ্চার ক্যাপিটাল**: ভেঞ্চার ক্যাপিটাল হলো উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ। নতুন ধারণাভিত্তিক স্টার্টআপগুলির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।
    - **এঞ্জেল ইনভেস্টর**: এঞ্জেল ইনভেস্টররা ব্যক্তিগতভাবে নতুন উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করেন, বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে।

- **স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self Help Group)**: SHG সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত হয় এবং গ্রামীণ ও নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে।
- **বন্ধু ও আত্মীয়**: অনেক উদ্যোক্তা প্রাথমিক মূলধন বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন, যা তুলনামূলক সহজ ও কম সুদের হয়।
- **ক্রাউডফান্ডিং**: ক্রাউডফান্ডিং হলো অনলাইনের মাধ্যমে বহু মানুষের কাছ থেকে অল্প অল্প অর্থ সংগ্রহের একটি আধুনিক পদ্ধতি।

❖ **জেলা শিল্প কেন্দ্র** (District Industries Centre – DIC)

জেলা শিল্প কেন্দ্র হলো জেলা স্তরের একটি সরকারি সংস্থা, যা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও সহায়তার জন্য কাজ করে। এটি উদ্যোক্তাদের জন্য একটি একক জানালা (Single Window System) হিসেবে কাজ করে।

DIC-এর কার্যাবলি:

1. **উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ**: DIC নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আয়োজন করে।
2. **প্রকল্প রিপোর্ট প্রস্তুতিতে সহায়তা**: ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প রিপোর্ট (Project Report) তৈরিতে DIC উদ্যোক্তাদের সাহায্য করে।
3. **ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা**: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে উদ্যোক্তাদের ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করে।
4. **সরকারি ভর্তুকি প্রদান**: বিভিন্ন সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রকল্পের সুবিধা উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়।
5. **শিল্প নিবন্ধন**: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।
6. **পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা**: ব্যবসা পরিচালনা, বিপণন, প্রযুক্তি ও আইনগত বিষয়ে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান করে।

Module 4: Tourism Resources in West Bengal

A: West Bengal Tourism Development Corporation (WBTDC)

West Bengal Tourism Development Corporation Limited (WBTDCL)

1. **West Bengal Tourism Development Corporation Limited (WBTDCL)** হল একটি রাজ্য সরকারী সংস্থা যা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের অন্তর্গত থেকে পর্যটনের প্রচার করে। এই সংস্থাকে 1974 সালের 29 এপ্রিল, **Companies Act, 1956** এর দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
2. এটি পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যার মূল উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গে পর্যটনের বিকাশ এবং প্রচার ঘটানো। এই উদ্দেশ্যে এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটন স্থানে হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস, মোটেল, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে এবং বিভিন্ন আকর্ষণীয় ট্যুর প্যাকেজের মাধ্যমে এই পর্যটন গন্তব্য গুলিকে আরো জনপ্রিয় করে তুলেছে।
3. **WBTDCL** পশ্চিমবঙ্গে আগত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যটকদের জন্য তার সংস্থান এবং দক্ষতা সরবরাহ করতে এবং রাজ্যের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রকৃতির অভিজ্ঞতা অর্জনে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
4. বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 39 টির বেশি জায়গায় পর্যটন পরিষেবা প্রদানের জন্য এই সংস্থার লজ এবং হোটেল ব্যবস্থাপনা আছে যেগুলির মধ্যে জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য গুলি হল বকখালি, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, বোলপুর, দার্জিলিং, বহরমপুর, ডায়মন্ড হারবার, দিঘা, জলপাইগুড়ি, জলদাপাড়া, জয়ন্তী-বক্সা, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং, লাটাগুড়ি, মূর্তি, পুরুলিয়া, রামপুরহাট, সুন্দরবন, শিলিগুড়ি, এবং সল্টলেক ইত্যাদি।
5. পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন শিল্পকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এই সংস্থা অনেক আকর্ষণীয় ট্যুর প্যাকেজের প্রচার করে যেমন সুন্দরবন ট্যুর প্যাকেজ, পৌষমেলা ট্যুর প্যাকেজ, কলকাতা কানেক্ট সিটি ট্যুর প্যাকেজ ইত্যাদি।
6. এই সংস্থা পর্যটন পরিষেবার পাশাপাশি দিবারাত্রি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আনুষাঙ্গিক পরিষেবা প্রদান করে থাকে যেমন 24 ঘন্টা জেনারেটর এর ব্যবস্থা, এয়ারকন্ডিশনের ব্যবস্থা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা, গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা, ইন্টারনেটের ব্যবস্থা, কনফারেন্স রুমের ব্যবস্থা, রেস্তোরাঁ এবং খাবারের আয়োজন ইত্যাদি।

7. WBTDC-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র পর্যটন ব্যবস্থাপনাকে **সাতটি প্রধান পর্যটন বর্তনীতে** (**Tourism Circuits**) ভাগ করা হয় যেগুলি সম্পর্কে নিচের টেবিলে আলোচনা করা হল;

প্রধান পর্যটন বর্তনী	জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র	উদাহরণ
Himalayan Circuit (হিমালয় পর্যটন বর্তনী)	দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়ং, শিলিগুড়ি	Hill Top Tourism Property Earlier Hill Top Tourist Lodge: Kalimpong
Wildlife Circuit (বন্যপ্রাণী পর্যটন বর্তনী)	জলদাপাড়া, মূর্তি, জলপাইগুড়ি, সুন্দরবন, লাটাগুড়ি,	Moorti Tourism Property Earlier Murti Tourist Lodge: Murti
Heritage Circuit (ঐতিহ্য স্থান পর্যটন বর্তনী)	মালদা, বহরমপুর, বোলপুর, বিষ্ণুপুর, তারকেশ্বর	Shantobitan Tourism Property Earlier Shantiniketan Tourist Lodge: Bolpur
Riverine Circuit (নদীকেন্দ্রিক পর্যটন বর্তনী)	ডায়মন্ড হারবার, মাইথন, হুগলি	Sabujdweep Tourism Property, Balagarh
Metro Circuit (মেট্রো অঞ্চল পর্যটন বর্তনী)	ব্যারাকপুর, সল্টলেক, কালীঘাট	Udayachal Tourism Property Earlier Udayachal Tourist Lodge: Salt Lake
Town Circuit (শহরাঞ্চল পর্যটন বর্তনী)	দুর্গাপুর, রামপুরহাট, গজলডোবা, রায়গঞ্জ	Bhorer Alo Tourism Property: Gazoldoba
Beach Circuit (সৈকত পর্যটন বর্তনী)	বকখালি, দীঘা, গঙ্গাসাগর	Gangasagar Tourism Property: Gangasagar

Source: West Bengal Tourism Development Corporation Limited, 2024

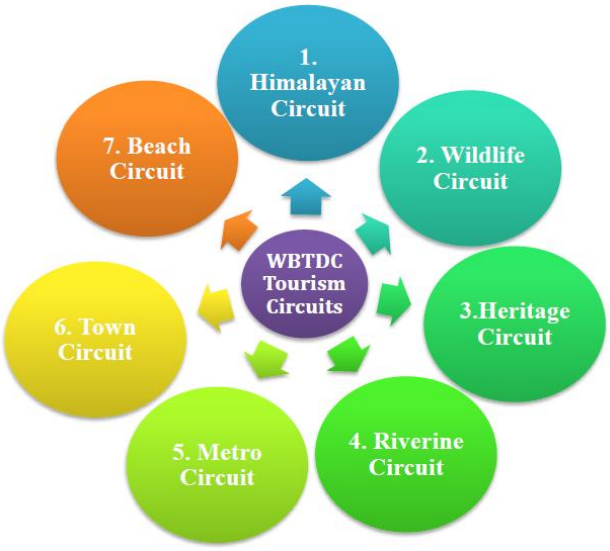

Himalayan Circuit, Darjeeling

Wildlife Circuit, Jaldapara

Beach Circuit, Digha

Riverine Circuit, Maithon Dam

Heritage Circuit, Bishnupur

Metro Circuit, Salt Lake

Town Circuit, Gazoldoba

B: Important Tourism Sites in West Bengal

1. **কলকাতা**: কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। ১৭৭২ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত এটি ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল, ফলে শহরের স্থাপত্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে ঔপনিবেশিক প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আধুনিক বহুতল ভবন, মেট্রো রেল ও ব্যস্ত ব্যবসায়িক এলাকা যেমন শহরের আধুনিক চেহারা তুলে ধরে, তেমনি উত্তর কলকাতার পুরনো রাজবাড়ি, সরু গলি ও ট্রামলাইন তার ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কলকাতার প্রধান আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে Victoria Memorial, যা সাদা মার্বেলে নির্মিত এক ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ এবং বর্তমানে একটি জাদুঘর। Howrah Bridge হুগলি নদীর ওপর নির্মিত একটি প্রতীকী সেতু, যা শহরের পরিচয়ের অংশ।

Eden Gardens বিশ্বের অন্যতম ঐতিহাসিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আর Indian Museum এশিয়ার প্রাচীনতম জাদুঘরগুলোর একটি। শহরটি সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ও চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। দুর্গাপূজা এখানে একটি বিশাল সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে পালিত হয়, যা সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এছাড়া বইমেলা, চলচ্চিত্র উৎসব ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সারা বছর শহরকে প্রাণবন্ত রাখে। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতকাল ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

2. **সুন্দরবন**: সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল। এটি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত এবং অসংখ্য নদী, খাল ও দ্বীপ নিয়ে বিস্তৃত। এখানে জোয়ার-ভাটার প্রভাবে প্রতিদিন ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, যা এই বনাঞ্চলকে অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। সুন্দরবন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। এছাড়া লবণজল কুমির, চিত্রা হরিণ, বন মোরগ এবং বিভিন্ন প্রজাতির জলচর পাখি এখানে দেখা যায়। এই অঞ্চলটি টাইগার রিজার্ভ ও বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসেবে সংরক্ষিত, যা জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুন্দরবন ভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ হলো নৌকা সাফারি। পর্যটকরা খালের ভেতর দিয়ে নৌকায় করে ভ্রমণ করে বন্যপ্রাণী ও ম্যানগ্রোভ গাছপালা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বিভিন্ন ওয়াচ টাওয়ার থেকে প্রাণী দেখার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় গ্রাম পরিদর্শনের মাধ্যমে মৌয়াল ও জেলেদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, কারণ এ সময় আবহাওয়া শীতল ও আরামদায়ক থাকে।

3. **গঙ্গাসাগর**: গঙ্গাসাগর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে সাগর দ্বীপে অবস্থিত, যেখানে গঙ্গা নদী বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির সময় এখানে বিশাল গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী পবিত্র স্নান করতে আসেন। এই স্নানকে অত্যন্ত শুভ ও পুণ্যজনক বলে মনে করা হয়। এখানকার প্রধান দর্শনীয় স্থান কপিল মুনি আশ্রম, যা ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রতটের শান্ত পরিবেশ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য এবং নদী-সমুদ্রের মিলনস্থলের অনন্য সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি এটি একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ভ্রমণস্থান হিসেবেও পরিচিত।

4. **দিঘা**: দিঘা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকত ও পর্যটনকেন্দ্র। সাদা বালুকাবেলা, তুলনামূলক শান্ত সমুদ্র এবং অপরূপ সূর্যাস্তের দৃশ্য এখানে ভ্রমণকে স্মরণীয় করে তোলে। ওল্ড দিঘা ও নিউ দিঘা—এই দুই অংশে সৈকত বিস্তৃত, যেখানে পর্যটকদের জন্য হাঁটার পথ, বসার জায়গা এবং বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে জলক্রীড়া, সমুদ্রতটে ঘোড়ায় চড়া, মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম দর্শন এবং স্থানীয় মাছের বাজার ঘুরে দেখা জনপ্রিয় অভিজ্ঞতা। টাটকা চিংড়ি, কাঁকড়া ও বিভিন্ন সামুদ্রিক খাবার পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ।

5. **মুকুটমনিপুর**: মুকুটমনিপুর বাঁকুড়া জেলার একটি মনোরম পর্যটন কেন্দ্র, যা কংসাবতী বাঁধ ও তার বিশাল জলাধারের জন্য বিখ্যাত। পাহাড়, জলাধার এবং সবুজ প্রকৃতির সমন্বয়ে এটি এক শান্ত ও নৈসর্গিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানোর জন্য এটি আদর্শ স্থান। এখানে পর্যটকরা বোটিং, সাইক্লিং, হাইকিং এবং সূর্যাস্ত উপভোগ করতে পারেন। শীতকালে আবহাওয়া মনোরম থাকে, ফলে এই সময় ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। প্রকৃতিপ্রেমী ও শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য মুকুটমানিপুর এক অনন্য গন্তব্য।

6. **শান্তিনিকেতন**: শান্তিনিকেতন হলো বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। এটি শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক পর্যটনের কেন্দ্র। এখানে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ভবন, খেলার মাঠ, শিল্পকলা অনুশীলন কেন্দ্র এবং কবির গান ও নৃত্য প্রদর্শিত হয়। এটি শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক পর্যটনের অন্যতম কেন্দ্র। এখানে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান, শিল্পকলা অনুশীলন এবং সাহিত্যচর্চার বিশেষ পরিবেশ রয়েছে। রবীন্দ্রভবনে কবির ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত আছে। বসন্ত উৎসব ও পৌষ মেলার সময় এখানে রঙিন সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় হস্তশিল্প, চামড়ার কাজ ও বাটিক শিল্পও বিশেষ আকর্ষণ।

7. **মায়াপুর**: মায়াপুর নদীয়া জেলার একটি বিখ্যাত ধর্মীয় শহর, যা International Society for Krishna Consciousness (ইসকন)-এর বৈশ্বিক সদর দপ্তরের জন্য পরিচিত। বিশাল মন্দির, গম্বুজাকৃতি স্থাপত্য এবং পরিবেশ ভক্ত ও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এখানে প্রতিদিন ভক্তিমূলক কীর্তন, প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা ও বিভিন্ন উৎসবের সময় আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সমাগম ঘটে। নিরামিষ প্রসাদ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ ভ্রমণকে বিশেষ অভিজ্ঞতায় পরিণত করে।

8. **বিষ্ণুপুর**: বিষ্ণুপুর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার একটি ঐতিহাসিক শহর, যা মল্ল রাজাদের রাজধানী ছিল। এই শহর বিশেষভাবে বিখ্যাত তার অনন্য টেরাকোটা (পোড়ামাটির) মন্দির স্থাপত্যের জন্য। রাসমঞ্চ, মদনমোহন মন্দির ও জোরবাংলা মন্দিরের দেয়ালে সূক্ষ্ম কারুকাজে রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানকার বালুচরি শাড়ি ও মৃৎশিল্প সারা দেশে সমাদৃত। বিষ্ণুপুর ঘরানার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতও শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। ইতিহাস, শিল্প ও স্থাপত্যপ্রেমীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণস্থান।

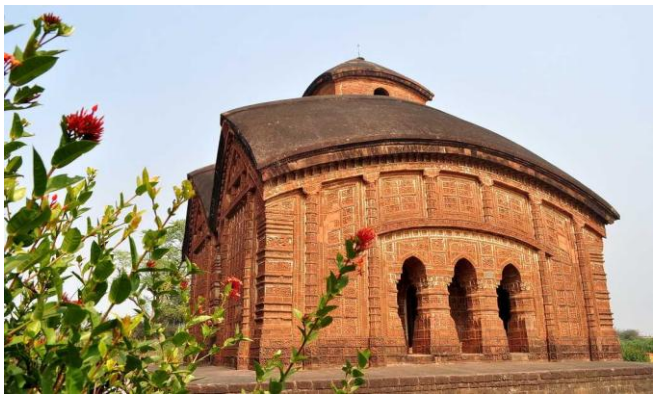

9. **মুর্শিদাবাদ**: মুর্শিদাবাদ একসময় বাংলার নবাবদের রাজধানী ছিল এবং এটি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বহন করে। এখানে অবস্থিত হাজারদুয়ারি প্রাসাদ তার বিশাল আকার ও স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। কাত্রা মসজিদ ও নিজামত ইমামবাড়া শহরের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন। ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর একসময় বাণিজ্য ও প্রশাসনের কেন্দ্র ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসনকাল ও পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস এই শহরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ঐতিহাসিক স্থাপনা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে এটি পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়।

10. **মালদা**: মালদা ইতিহাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ একটি জেলা। প্রাচীন গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যযুগীয় বাংলার স্মৃতি বহন করে। আদিনা মসজিদ ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ হিসেবে পরিচিত। ফিরোজ মিনারও একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থাপনা। মালদা বিশেষভাবে বিখ্যাত তার সুস্বাদু আমের জন্য, বিশেষ করে ল্যাংড়া ও হিমসাগর জাতের আম। ইতিহাসপ্রেমী ও প্রকৃতিপ্রেমী উভয়ের জন্যই মালদা একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য।

11. **দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়**: দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের 'পাহাড়ি রানি (Queen of Hills)' নামে পরিচিত। এখানকার সবুজ চা বাগান, শীতল আবহাওয়া এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা টয় ট্রেন ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য এবং এটি ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। কালিম্পং একটি শান্ত পাহাড়ি শহর, যা বৌদ্ধ মঠ, অর্কিড নার্সারি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত। এখানে ট্রেকিং, পাহাড়ি হাঁটা এবং স্থানীয় সংস্কৃতি উপভোগ করা যায়। মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত।

12. **জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার (ডুয়ার্স)**: ডুয়ার্স হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বিস্তৃত বনাঞ্চল, যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বন্যপ্রাণীর জন্য বিখ্যাত। জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানে গণ্ডার, হাতি, বাইসন ও হরিণ দেখা যায়। সবুজ চা বাগান, তিস্তা ও তোর্সা নদীর প্রবাহ এবং ঘন জঙ্গল এই অঞ্চলকে মনোরম করে তুলেছে। ইকো-ট্যুরিজম, জিপ সাফারি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

13. **কোচবিহার**: কোচবিহার উত্তরবঙ্গের একটি ঐতিহাসিক শহর, যা তার রাজকীয় স্থাপত্যের জন্য পরিচিত। কোচবিহার রাজপ্রাসাদ ইউরোপীয় ধাঁচে নির্মিত এবং এটি শহরের প্রধান আকর্ষণ। এই শহরের মদনমোহন মন্দির স্থানীয়দের কাছে গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র ধর্মীয় কেন্দ্র। এছাড়াও সাগরদিঘী লেক স্থানীয়ভাবে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিনোদন কেন্দ্র। কোচ রাজাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস এই শহরের স্থাপত্য ও উৎসবের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্বেষণকারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় ভ্রমণস্থান।

Practice Questions (10Marks)

1. Discuss the role of the West Bengal Tourism Development Corporation (WBTDC) in the development and promotion of tourism in West Bengal (WBTDC)-এর ভূমিকা আলোচনা কর পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন উন্নয়ন ও প্রসারে)
2. Describe the major tourist destinations of West Bengal—Kolkata, Sundarbans, Gangasagar, Digha, Mukutmaneipur, Santiniketan, Mayapur, Bishnupur, Murshidabad, Malda, Darjeeling & Kalimpong (Hills), Dooars (Jalpaiguri & Alipurduar), and Cooch Behar (পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রসমূহ বর্ণনা কর).